প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) এর কার্যক্রমের মূল্যায়ন

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ ফেরদৌস

হারুনুর রশীদ

তুনাজ্জিনা রাহিমু

অক্টোবর ২০২৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধীদের জীবনমানের উন্নয়ন এবং তাদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতামূলক কাজের বাজারে প্রবেশ করায় ব্যক্তির ক্ষমতাও বাড়ায়, পরিবারের সদস্য বা যত্নশীলদের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করে। পুনর্বাসন পরিষেবাগুলি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উন্নতি করে, যাতে করে তারা তাদের অক্ষমতা মোকাবেলা করতে পারে। আইনগত এবং মানবাধিকার বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারকে সমুন্নত রাখে। পুনর্বাসন খাতে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধীদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসেবা খরচ কমায়, একটি সহায়ক সম্প্রদায় গড়ে তুলে এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে এবং বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য অপরিহার্য। গণপ্রতাতন্ত্রী বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ জপির পরিচালনা করা হয় এবং তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় আনয়নে বিভিন্ন ধরনের ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভাতা প্রদান, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্তিম অঙ্গ প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অন্যতম উদ্যোগ ‘শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)’ প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৮ সালে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ইআরসিপিএইচ স্থাপন করা হয়।

সহানুভূতি এবং পরনির্ভরশীলতার জায়গা থেকে প্রতিবন্ধীতার ধারণাটি বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বীতার দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অনন্য ক্ষমতা, প্রতিভা এবং সমাজে সম্ভাব্য অবদানের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। এই দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের দিকে যাত্রাটি বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ERCPH) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশের সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ যে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে তা অন্বেষণ। ইআরসিপিএইচ-এর কৌশল, সাফল্য, এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করতে পারে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে এবং সমাজে তাদের অর্থপূর্ণ একীভুতকরণকে উন্নীত করতে পারে সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত উপলব্ধি প্রদান এই গবেষণার মূল বিষয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) এর কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিবেদনটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি গবেষণা দলের পক্ষ হতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তাঁদের সমর্থন, অন্তর্দৃষ্টি, এবং সহযোগিতা গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জানাই ইআরসিপিএইচ এর উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং সকলকর্মীদের তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সংস্থানগুলি শেয়ার করার জন্য। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ করার রসদ যোগিয়েছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি যারা উদারভাবে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন। সাক্ষাতকার এবং দলগত আলোচনায় (এফজিডি) অংশগ্রহণের জন্য তাদের আন্তরিকতা ছিল সত্যিই অনুপ্রেরণার।

সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বিশেষ ধন্যবাদ জনগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। সেই সাথে অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা মূখ্য তথ্যদাতা (কেআইআই) হিসেবে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা পরিচালনার দীর্ঘ সময়ে গবেষণা দলের প্রতিটি সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সাথে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে যারা কাজ করেছেন তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্ভব হতো না।

অবশেষে, ইআরসিপিএইচ এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত সম্ভব হতো না।

সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতধারায় আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও সহায়ক উপকরণ তৈরী, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনকল্পে ১৯৭৮-৮৭ সনে প্রকল্পের মাধ্যমে 'সিডা' ও সুইডিশ ফ্রি মিশনের কারিগরি সহায়তায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র(ইআরসিপিএইচ) স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু হতেই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ১২টি ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩০০০ প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ ব্যক্তি কেন্দ্রটি হতে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। তাদের অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চুকুরীরত রয়েছেন। কেউ কেউ নিজ উদ্যেগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেছেন। অনেকেই আবার প্রতিবন্ধকতার জন্য কাজে যোগদান করেও কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ, আধুনিক ট্রেডের যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও বাজেট স্বল্পতায় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন সংকট তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে বড় অন্তরায় হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে কিন্তু তাদের জন্য বিশেষশিক্ষা সম্পন্ন প্রশিক্ষকের ঘাটতি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে।

দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে বিশেষায়িত একমাত্র কেন্দ্রটি সারাদেশের সকল প্রতিবন্ধীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্তিম অংগপ্রজনন কেন্দ্রটি স্বল্পমূল্যে কৃত্তিম অংগ তৈরি করে সংযোজন করে আসছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্রিম হাত-পা, ক্র্যাচ, ব্রেইস, স্ট্রিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও এয়ারমোল্ড তৈরী করে স্বল্প মূল্য/বিনামূল্য প্রতিবন্ধীদের চাহিদা অনুসারে সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা দিয়ে আসছে যা সত্যি অসাধারণ।

কেন্দ্রটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার মান ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে তাঁদের চাহিদানুসারে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাঁদের মেধা শ্রম কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন করতে কেন্দ্রটি ব্রেইল প্রেস কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

ব্রেইল প্রেস ও কৃত্তিম অংগপ্রজনন কেন্দ্রটি আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব আধুনিক প্রশিক্ষণ ট্রেড চালুকরণের মাধ্যমে ইআরসিপিএইচ'কে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে পারলে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়।

শব্দ সংক্ষেপ

ইআরসিপিএইচ	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
কেআইআই	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ
সিডা	The Swedish International Development Cooperation Agency
DIS	Disablity Information System
BBS	Bangladesh Borou of Statistics
WHO	World Helth Organization
UN	United Nations
UNCRPD	UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
NEC	The National Economic Council
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

সংজ্ঞা

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও কারণ নির্দিষ্টপূর্বক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের নিমিত্ত দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত ২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩।

প্রতিবন্ধিতা:

অর্থ যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি:

যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ১৬ তে উল্লিখিত এক বা একাধিক যে কোন অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোন অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার।

প্রবেশগম্যতা:

ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকার।

বিশেষ শিক্ষা:

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ব্রেইল (braille):

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট বর্ণমালা।

সমন্বিত শিক্ষা:

অর্থ মূলধারার বিদ্যালয়ে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন:

অর্থ সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাকে কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাহার উন্নয়ন প্রয়াস।

সূচিপত্র

অধ্যায় ০১: ভূমিকা	৮-১৩
১.১ পটভূমি	৮
১.২ সমস্যার বিবরণ	১০
১.৩ গবেষণার গুরুত্ব	১১
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	১১
১.৫ সাহিত্য পর্যালোচনা	১২
অধ্যায় ০২: গবেষণা পদ্ধতি	১৪-১৯
২.১ গবেষণার রূপরেখা ও পদ্ধতি	১৪
২.১.১ গবেষণার এলাকা ও নমুনা	১৪
২.১.২ নমুনায়ন প্রক্রিয়া	১৮
২.২ উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	১৮
২.২.১ নমুনার ভৌগলিক রূপরেখা	১৯
২.২.২ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি	১৯
২.৩ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কৌশল	১৯
অধ্যায় ০৩: ইআরসিপিএইচের বর্তমান কার্যক্রম	২০-২১
৩.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২০
৩.২ ব্রেইল প্রেস	২১
৩.৩ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন ও বিতরণ	২১
অধ্যায় ০৪: ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২২-৩৯
৪.১ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২২
৪.২ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ইআরসিপিএইচ এর প্রতি মনোভাব	২৭
৪.৩ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ এর প্রতি মনোভাব	৩১
৪.৪ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ইআরসিপিএইচ এর সার্বিক পরিবেশের প্রতি মতামত	৩২
অধ্যায় ০৫: প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৪০-৪৪
৫.১ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা	৪০
৫.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বর্তমান চাকুরির অবস্থা	৪২
৫.৩ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি	৪৪
৫.৪ অন্যান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	৪৪
অধ্যায় ৬: শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব ও ইআরসিপিএইচ এর ভূমিকা	৪৫-৪৭
৬.১ প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ তৈরি	৪৫
৬.২ চাকুরিপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা	৪৫
৬.৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচ এর ভূমিকা	৪৬
৬.৪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা	৪৬
৬.৫ প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন	৪৭
অধ্যায় ০৭: ইআরসিপিএইচের প্রতিবন্ধকতা সমূহ	৪৮-৪৯
৭.১ অপ্রতুল বিনিয়োগ	৪৮
৭.২ দক্ষ কর্মীর অভাব	৪৮
৭.৩ অপ্রতুল আবাসন ব্যবস্থা	৪৮
৭.৪ আধুনিক প্রশিক্ষণের অভাব	৪৯
অধ্যায় ০৮: সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যক্তি সংগঠনগুলোর ভূমিকা	৫০-৫১

৮.১ প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর ভূমিকা	৫০
৮.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম	৫০
৮.৩ এনজিওর ভূমিকা	৫০
৮.৪ স্থানীয় সরকারের ভূমিকা	৫১
৮.৫ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৫১
অধ্যায় ০৯: উপসংহার ও সুপারিশমালা	৫২-৫৩
চিত্রমালা	৫৪-৫৭
তথ্যসূত্র	৫৮-৫৯
পরিশিষ্ট	৬০-৬৬
গবেষক দলের পরিচিতি	৬৭

অধ্যায় ১

১.১ পটভূমি

প্রতিবন্ধিতা বলতে একজন ব্যাক্তির দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বিকাশগত বা সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বৈকল্য এবং উপলব্ধিগত ও পরিবেশগত বাধার সংমিশ্রন; যা তাকে অন্যদের সাথে সমানভাবে সমাজে পরিপূর্ণভাবে বা আংশিক এবং কার্যকারী অংশগ্রহণে বাধা দেয় (United Nation , ২০০৬)।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বেশি প্রতিবন্ধীতা হার সম্পন্ন দেশ (Jiban Karki, ২০২৩)। বাংলাদেশে ১১.৪ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী লোক রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ৬.৯৪% (BBS, ২০১৯) । ন্যাশনাল সার্ভে অন পার্সন উইথ ডিজেবিলিটিজ (এনএসপিডি) ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২.৮০% মানুষ প্রতিবন্ধি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা জাতীয় ফোরামগুলোর অনুমোদনকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধী হতে পারে জন্মের সময় কিংবা জীবনের যে কোন সময়।' সমাজসেবা অধিদপ্তর সনাক্তকরণ জরিপ-২০১৩ মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে যা বিশ্বের গুটিকয়েক দেশে সম্পন্ন হয়েছে। ২০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩০৩৪৫৩৯ জন প্রতিবন্ধী সনাক্ত হয়েছে (Disability Information System., ২০২৩)।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যাদি:

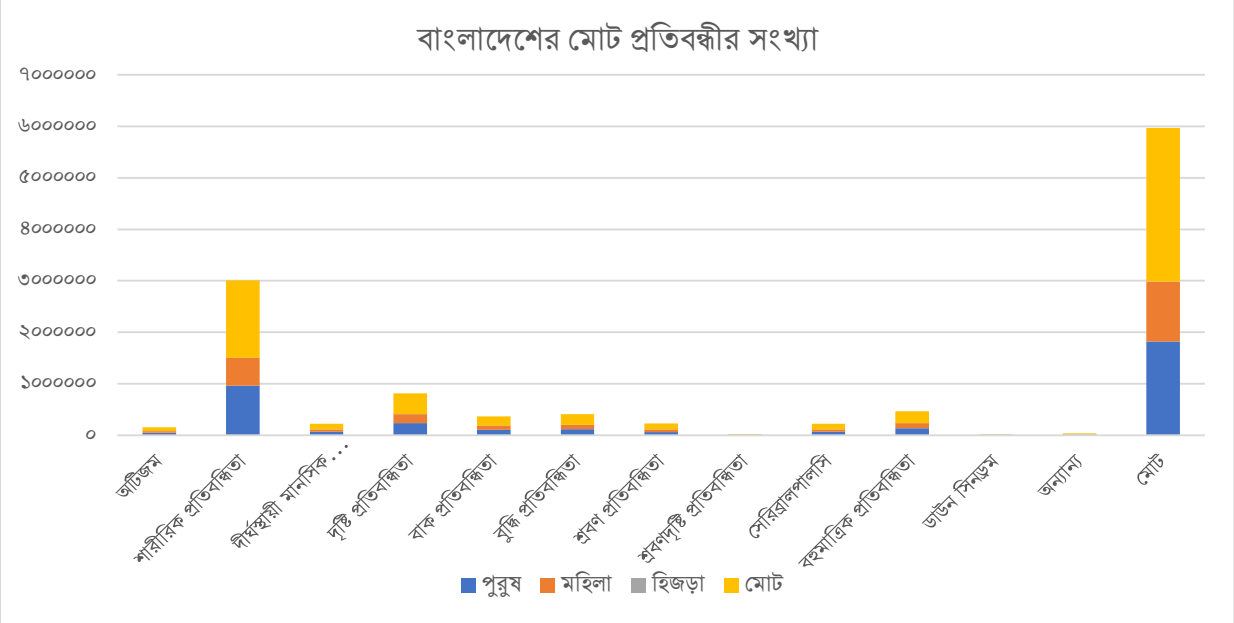

চিত্র১.১ঃ বাংলাদেশের মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা

তথ্যসূত্র: (Disability Information System., ২০২৩) (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ আইনে বারো ধরনের প্রতিবন্ধিতার কথা উল্লেখ রয়েছে যথাঃ ক) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা [১.৩৫%] খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা [০.৪৬] গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা [০.২৯%] ঘ) অটিজম বা অটিজম্স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার [০.০৫%] ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা [০.৩১%] চ) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধীতা [০.২১%] ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা [০.৩৫%] জ) শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা [০.০২%] ঝ) সেরিব্রাল পালসি [০.০৮%] ঞ) ডাউন সিনড্রোম [০.০৪%] ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা [০.৩৪%] এবং ঠ) অন্যান্য প্রকারের প্রতিবন্ধিতা [০.০৫%] (BBS, ২০১৯)।

জনসাধারণের মাঝে সচেতনতার অভাব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিরুপ মনোভাব এবং সমাজে বিদ্যমান নানা কুসংস্কার; প্রতিবন্ধীদের সমাজে স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্থ করছে (Das, ২০২১)। কুসংস্কারের কারণে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় বা কর্ম দ্বারা মূল্যায়িত হন না (Gupta, ২০২১)।একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একজন সাধারণ মানুষের তুলনায়

কম পরিশ্রমী বা কাজ করতে অক্ষম এমন ধারনার কারণে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা বা চাকুরী করা একজন প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির জন্য কঠিন (Chowdhury, ২০০৬)। সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধীদের সাথে ব্যবসা করতে চায় না, অথবা চাকরিতে রাখলেও, মুজুরি নিয়ে তারা বৈষম্যের স্বীকার হোন (Jiban Karki, ২০২৩)।

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হন, স্বাস্থ্যসেবিকারা তাদের চিকিৎসা করতে অনিচ্ছুক (Chowdhury, ২০০৬)। দরিদ্রতা, পক্ষপাতমুলক আচরণ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের প্রতিনিয়ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করছে (WHO, ২০১১)। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য পুর্নবাসন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

একজন প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির জন্য পুনর্বাসন বলতে বোঝায়, দৈনন্দিন কাজকর্মে যতটা সম্ভব স্বাধীন হতে সাহায্য করা; শিক্ষা, জীবিকা, বিনোদন এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার মতো অর্থপূর্ণ কাজে, সর্বাধিক ভূমিকা রাখার সক্ষমতা অর্জন করে (WHO, ২০১১)। প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিকে সর্বাধিক স্বাধীনতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক সক্ষমতা অর্জন এবং বজায় রাখতে এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করা পূর্নবাসনের প্রধান লক্ষ্য (UN, ২০১৬)।

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের মাঝে উচ্চ দারিদ্রতার হার, কর্মক্ষেত্রে সর্বনিম্ন উপস্থিতি, স্বাস্থসেবা প্রাপ্তিতে ঘাটতি, সীমিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানবাধিকার সংকট হিসেবে অভিহিত করেছে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নের প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেছে (WHO Global Disability Action Plan ২০১৪–২০২১)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRPD) অনুসমর্থনকারী প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি বাংলাদেশ, যারা প্রতিবন্ধী অধিকার সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর (Das, ২০২১)। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এবং মানবিক সংকটের সময়, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য কনভেনশনের ১১ অনুচ্ছেদ দ্বারা বাধ্য।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে; যা সমাজে সহমর্মিতা, উদারতা বৃদ্ধির মাধমে সমাজকে আরো অংশগ্রহণমূলক ও বৈচিত্র্যময় করতে সহায়ক (Das, ২০২১)। এ সকল উদ্যোগ সমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকলের মতো একই অধিকার, স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং জীবনযাত্রার মান উপভোগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির সমান অধিকার ও মর্যদা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা ভিন্ন (Chowdhury, ২০০৬)। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সমাজের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ব্যাক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কেবলই করুণা, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে (Chowdhury, ২০০৬)। যার ফলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ নানবিধ অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে (Das, ২০২১)।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। সয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরুপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরী করার জন্য বৃহৎ পরিসরে মেশিন টু মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) কে একসাথে করা হযেছে (Rashid, ২০২০)।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্প উন্নত দেশ, এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ; ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে (NEC, ২০২০)। এ লক্ষ্য অর্জনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি। উল্লেখ্য, রুপকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ প্রদত্ত ‘টেকসই উন্নয়ন ২০৩০’ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ামক (NEC, ২০২০)।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুটোই রয়েছে। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইন্সটিটিউট অনুসারে বাংলাদেশ অনলাইন ফ্রিল্যান্সারদের দ্বিতীয় বৃহত্তর শ্রম বাজার (Buettgen, ২০১৫)। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংকিং, টেলিকমিউনিকেশন, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শহরগুলো প্রযুক্তি বান্ধব বলে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইন্সটিটিউট মতামত প্রকাশ করেছে (Rashid, ২০২০)। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা মেলাতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন। সেই সাথে আমাদের স্থানীয় বাজারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে, বর্তমান চাকুরীর বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগীতাপূর্ণ। সাধারণ একটি চাকুরীর জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত ও শারীরিকভাবে সক্ষম বেকার ছেলে-মেয়ে হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বল্প শিক্ষিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বিহীন

একজন চাকুরী প্রার্থীর অবস্থান সহজেই অনুমেয়। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী তরুণদের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে, গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১৯৭৮ সালে ইআরসিপিএইচ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধীদের অবস্থান ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইআরসিপিএইচ কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের শিক্ষা ও সহায়ক উপকরণ তৈরী, বৃত্তিমূলক প্রশীক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুর্নবাসন প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৮-৮৭ সনে সিডা ও সুইডিশ ফ্রি মিশনের কারিগরি সহায়তায় টঙ্গিতে ইআরসিপিএইচ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ১৩৫টি অনুমোদিত আসন রয়েছে, তবে এখন মাত্র ৫০ জন বাসিন্দা রয়েছে। এই লেখা পর্যন্ত ৩২১৩ জন ব্যক্তিকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে ইআরসিপিএইচ দ্বারা। ইআরসিপিএইচের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের তিনটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় যথা- জাতীয় অন্ধ প্রশীক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র, কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র ও ব্রেইল প্রেস এবং হিয়ারিং এইড সার্ভিস।

১.২ সমস্যার বিবরণঃ

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিরা সর্বাধিক প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি, প্রায়শই মূলধারার উন্নয়ন উদ্যোগগুলির সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অন্যতম উপাদান কর্মসংস্থান; যা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায়ই বাদ দেওয়া হয় (Shenoy, ২০১১)। প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের সমান সুযোগসহ একটি উন্নত এবং সংবেদনশীল পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেয়া আবশ্যক। উপযুক্ত কর্মসংস্থান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করে তুলতে পারে, এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করে (Gupta, ২০২১)। ২০১১ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যার রিপোর্ট অনুসারে, প্রতিবন্ধীতার কারণে বাংলাদেশী অর্থনীতিতে বছরে ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে ।

২০১৬ সালের খানার আয়-ব্যায়ের সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী, ১৫-৬৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের ৩৩.৭৮ শতাংশ কর্মে নিয়োজিত পুরুষদের মধ্যে ৪৭.৫৯% এবং মহিলাদের মধ্যে ১২.৮০% নিয়োজিত । কর্মে নিয়োজিত প্রতিবন্ধী শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি যথাক্রমে ২৫.৯৫% ও ৩৫.৫৫% । অন্যান্য বয়সী প্রতিবন্ধীদের তুলনায় (১৫ – ২৪; ২১.৬৯% এবং ৫৫-৬৪ বছর; ২৮.৫৯%) ২৫- ৩৪ বছর এবং ৩৫- ৪৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী দের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান রয়েছে যথাক্রমে (৪০.৮৮% এবং ৪৫.৯৫%) তারপর ৪৫- ৫৪ বছর বয়সীদের অবস্থান (৩৬.৩৭ শতাংশ) (BBS, ২০১৯)।

একই জরিপের তথ্যমতে, মাত্র ২.৬৬% প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যান্য বয়েসের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে (১৫- ২৪ বয়স; ৩.৫১ শতাংশ এবং ৩৫ বা তার বেশি বয়সী; ১.৪৯ শতাংশ) ২৫-৩৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীগণ (৫.৪৯%) কিছু বেশি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তারা তুলনামূলকভাবে ১-৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষন (২৩.৭২ শতাংশ) বা ৪-৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ (২১.০৬%) পেয়েছেন বেশি। অন্যান্য মেয়াদে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (১১.৩৫-১৮.৪৮%)। নারীদের তুলনায় পুরুষদের ৬ মাসের অধিক মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার বেশি। যারা প্রশিক্ষন পেয়েছেন, তারা মূলত কম্পিউটার দক্ষতা(৩৫.৬১%), তৈরি পোশাক খাত (১৫.২৪%), এবং হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পকর্মের (১২.৩৬%) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (BBS, ২০১৯)।

কর্মে নিয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির অধিকাংশই স্ব- নিয়োজিত (৫৪.৪২%) । এ হার শহরাঞ্চলে ৪৬.৭২ শতাংশ এবং গ্রামীন এলাকায় ৫৫.৭০ শতাংশ। ৬২.৪৭ শতাংশ নারী এবং ৫৩.০০ শতাংশ পুরুষ ।এরমাঝে উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পারিবারিক ব্যবসা ১৮.১৪%, প্রাইভেট সংস্থা ১৬.৩৭%, এবং অন্যান্য ৭.২৭ শতাংশ (BBS, ২০১৯) ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের সুযোগগুলিতে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয় তা হল ‘হীনমন্যতা’ (Nuri, ২০১২)। আত্মবিশ্বাসের অভাবে তারা তাদের জন্য তৈরি সম্ভবনাময়ন সুযোগগুলি অনুসরণ করতে এক প্রকার ভয় পান। প্রতিনিয়ত বাধার সাথে বসবাস এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং দক্ষতার অভাব; প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি সার্বিক উন্নয়ন কর্মসুচি থেকে প্রতিবন্ধীদের দূরে রাখে। এবং উপযুক্ত পুর্ণবাসনই এ সমস্যার আশু সমাধান করতে পারে (Ramachandra, ২০১৭)।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া (Rashid, ২০২০)। রোবটিক্স, এআই, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ন্যানো টেকনোলজি এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তি হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি (Ramachandra, ২০১৭)।

বাংলাদেশ রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত দেশে রূপান্তর হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে (NEC, ২০২০)।এ লক্ষ্যে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার জন্য ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার

আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করছে। এবং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে সরকার আশাবাদী (NEC, ২০২০)।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে, বর্তমান চাকুরীর বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগীতাপূর্ণ। সাধারণ একটি চাকুরীর জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত ও শারীরীকভাবে সক্ষম বেকার ছেলে-মেয়ে হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বল্প শিক্ষিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বিহীন একজন চাকুরী প্রার্থীর অবস্থান সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং পুর্নবাসনই পারে একমাত্র এ সমস্যার সমাধান করতে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা কতটুকু আশংকাজন। এ অবস্থার আশু সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইআরসিপিএইচ কিভাবে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সমাজে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে, তা জানাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

এসডিজি – ৮ এর লক্ষ্য প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি সহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহিত করা। যদিও এসডিজি-১০ বৈষম্য দূর করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান বৈষম্য অন্যতম প্রধান উদ্বেগ হিসেবে রয়েই গেছে। বৈষম্য নিরসনের প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি চলমান রয়েছে (UN, ২০১৫)। টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্র অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও পুর্নবাসন নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরী।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ইআরসিপিএইচ কাজ করে যাচ্ছে। ইআরসিপিএইচে সেবার মানের উন্নয়ন করার জন্য এবং মানসম্মত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ইআরসিপিএইচের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষন শেষে ইআরসিপিএইচ চাকুরীর ব্যবস্থা করে থাকে। এই প্রশিক্ষণ ও চাকুরী প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেমন প্রভাব ফেলছে সেটা জানার জন্যও গবেষণার প্রয়োজন।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

এ গবেষণাটি কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নে তা আলোচনা করা হলোঃ

১। এখন পর্যন্ত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মানের উপর কোন গবেষণা করা হয়নি। এ গবেষণাটিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে। সুতরাং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণে এ গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।

২। এ গবেষণাটিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পেশাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো অনুসন্ধান করা হবে । শারিরীক প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং তাঁদের পেশাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে এ গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩। শারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাঁদের জীবন যাত্রার টেকসই উন্নয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিবন্ধীদের নিজস্ব মতামত এ গবেষণার মাধ্যমে জানা যাবে। যা পরবর্তীতে প্রতিবন্ধীবন্ধব কর্মস্থান সৃষ্টি ও বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণমূলক যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, সেটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে, তা এ গবেষণায় অনুসন্ধান করা হবে। যেটা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১.৪ এই গবেষণাটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ইআরসিপিএইচের কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন;
- প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ইআরসিপিএইচের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধীকতাগুলো চিহ্নিতকরণ;
- প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ইআরসিপিএইচের কার্যক্রমের সেবা জোরদারকরনে সুপারিশমালা প্রদান;

১.৫ সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক ক্ষমতা,মানসিক যোগ্যতা, সংবেদীয় ক্ষমতা , সামাজিক ও ভাব বিনিময় দক্ষতা ইত্যাদি, বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম রয়েছে যা বিভিন্ন বাধার কারনে , অন্যদের সাথে সমান ভিত্তিতে সমাজে [একজন ব্যাক্তির] পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে বা করছে, তাকে অই ব্যাক্তির প্রতিবন্ধিতা বলা হয় (Buettgen, ২০১৫)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০১১) মতে , প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৮০% নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বাস করে। এতো বিশাল জনগোষ্ঠিকে কর্মক্ষেত্রের বাহিরে রেখে কোনভাবেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও অংশগ্রহণ কে সংকুচিত করে ফেলে। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি, পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের জীবনের ব্যাপ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে (Das, ২০২১)। পরিবার এবং সমাজ যদি সচেতন হয় এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ধারণ করে তবেই তাঁদের শিক্ষা অর্জন সম্ভবপর হয় এবং তাঁদের কর্মযোগ্যতা পরিপুর্নভাবে বিকশিত হয় (Gupta, ২০২১) ।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতার অভাব ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি রয়েছে, বিধায় প্রতিবন্ধীরা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন (Mactaggart, ২০১৮)। এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দক্ষিন আফ্রিকার ডিজেবল পিপলস অর্গানাইজেশন সুপারিশ করেছে, প্রতিবন্ধিদের জন্য সল্প খরচে সরকারী/ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করা যায় এবং হাতের নাগালে আনা যায়; তাহলে, পরিবার এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব।

(Ebrahim, ২০২২) দক্ষিণ আফ্রিকায় করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া; তাঁদের সামাজিক অংশগ্রহণ ও গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। দক্ষিন আফ্রিকার কেপ টাউন শহরে ডিজেবল পিপ্অলস অর্গানাইজেশন পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে করা এক জরিপে দেখা গেছে, কর্মক্ষত্রে প্রতিবন্ধীদের যোগদান নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি; সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহয়তা করে এবং সামাজিক ও পারিবাবিক সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে উল্যেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষিণ ভারতের কোচিন শহরে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাধা নিয়ে গবেষণায় (Ramachandra, et al.২০২৩) সচেতনতার অভাব, দক্ষ কর্মীর অভাব,কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার জটিলতা, প্রতিবন্ধীবান্ধব কার্যালয় প্রাঙ্গণ তৈরি সংক্রান্ত খরচ, সামাজিক ঐক্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

Boylan and Burchardt (২০০২) মতে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব বিশেষ চাহিদাযুক্ত ব্যাক্তিদের অনেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হোন। পরবর্তীতে স্বল্পশিক্ষা তাঁদের জন্য পছন্দসই চাকরি পাওয়ার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়। অনেকেই আবার চাকুরীর বদলে আত্নকর্মসংস্থানকে টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিতে চান (Mishra ২০০৫)। চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য সামাজিক অনর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন। একজন শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যাক্তির স্বাভাবিকভাবে সমাজের সাথে মেশার এবং বিচরণ করার সুযোগ, যেখানে সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে, তাকে বলা হয় সোশাল ইনক্লুসিভনেস বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Martin Turcotte, ২০১৪)।

বিশ্বের প্রতিবন্ধীবান্ধব দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আশংকাজনক। বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অবস্থান মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন (M.Ahmad & M.Ahmad,২০১১)। Boylan and Burchardt (২০০২), মতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব বিশেষ চাহিদা যুক্ত ব্যাক্তিদের অনেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হোন। পরবর্তীতে স্বল্পশিক্ষা তাঁদের জন্য পছন্দসই চাকরি পাওয়ার সুযোগ ও ছিনিয়ে নেয়। অনেকেই আবার চাকুরীর থেকে আত্নকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে নিতে চান (Mishra ২০০৫)। এমত অবস্থায় প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Talukder et al., ২০১৮; Verma & Namdeo, ২০১৬) ।

দেশি-বিদেশী সাহিত্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকলেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী কে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁদের কে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য, যাতায়াত ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করার প্রতি বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। যা শারীরিকভাবে দুর্বল এই বিশাল

জনগোষ্ঠী কে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহয্য করবে (UNESCO, ২০২০; Male & Wodon, ২০১৭; UNICEF, ২০০৯; NOFOWD, ২০০৫)।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে, বর্তমান চাকুরীর বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগীতাপূর্ণ। সাধারণ একটি চাকুরীর জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত ও শারীরীকভাবে সক্ষম বেকার ছেলে-মেয়ে হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বল্প শিক্ষিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বিহীন একজন চাকুরী প্রার্থীর অবস্থান সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত পুর্নবাসনই পারে একমাত্র সমস্যার সমাধান করতে। সেই সাথে যুগোপযুগী প্রশিক্ষণ; যা একই সাথে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করবে। বর্তমান গবেষণাটি বর্ণিত বাস্তবতা এবং প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-২

গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণার রূপরেখা ও পদ্ধতি

কোনো একটি গবেষণাতে কি ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সেটি গবেষণার উদ্দেশ্য এবং তার সময় ও পরিধির উপর নির্ভর করে। গবেষকরা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মান নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। বর্তমানে গবেষকরা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের উপর খুব গুরুত্ব প্রদান করেন। তাই বর্তমান গবেষনাটির ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে- পরিমানগত ও গুণগত এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য কেআইআই (KII), এফজিডি (FGD) এবং জরিপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১.১ গবেষণার এলাকা ও নমুনা

গবেষনার এলাকা হিসেবে শুধু সে এলাকাগুলোই- নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ কার্যক্রম চালু আছে । গবেষণার স্বার্থে প্রশিক্ষণরত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার জন্য ইআরসিপিএইচ কে গবেষণা এলাকা হিসেবে নেয়া হয়েছে।

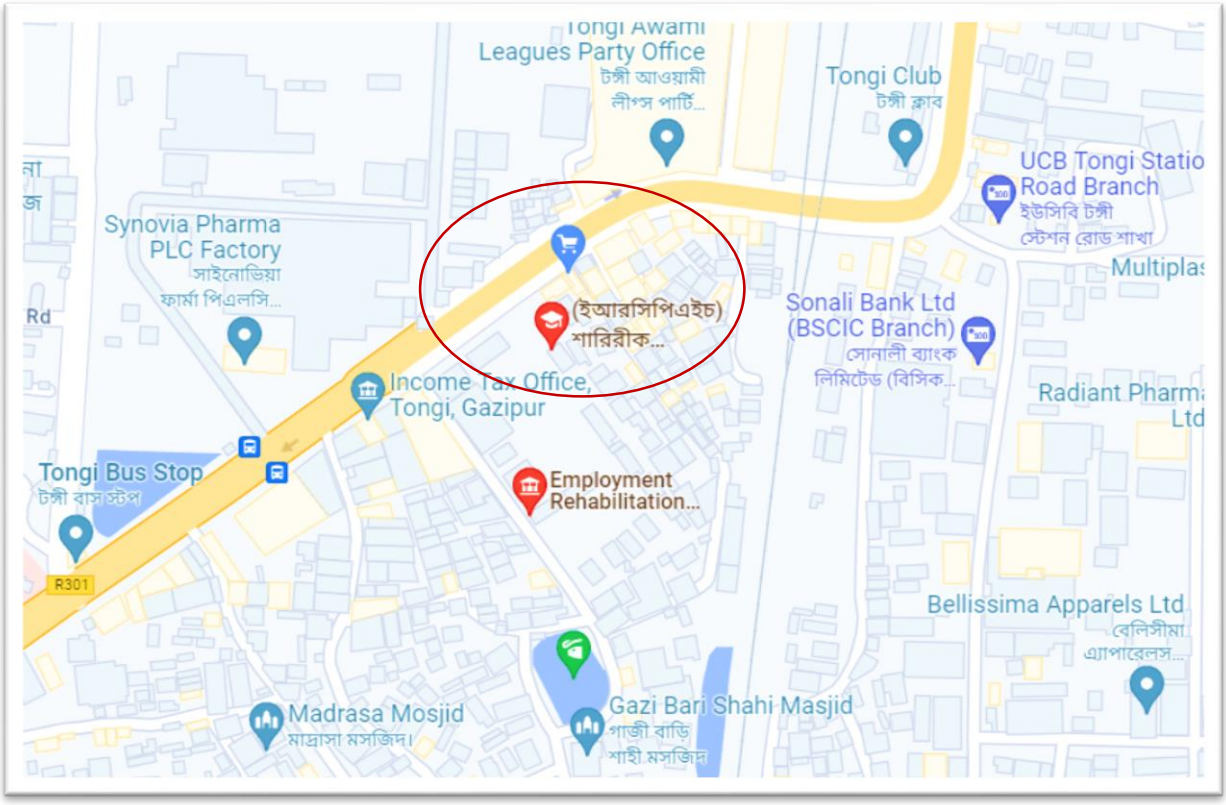

চিত্র ২.১ ইআরসিপিএইচ অবস্থান

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এ গবেষণাটি তে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্যান্য উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো ৫টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে- টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল।

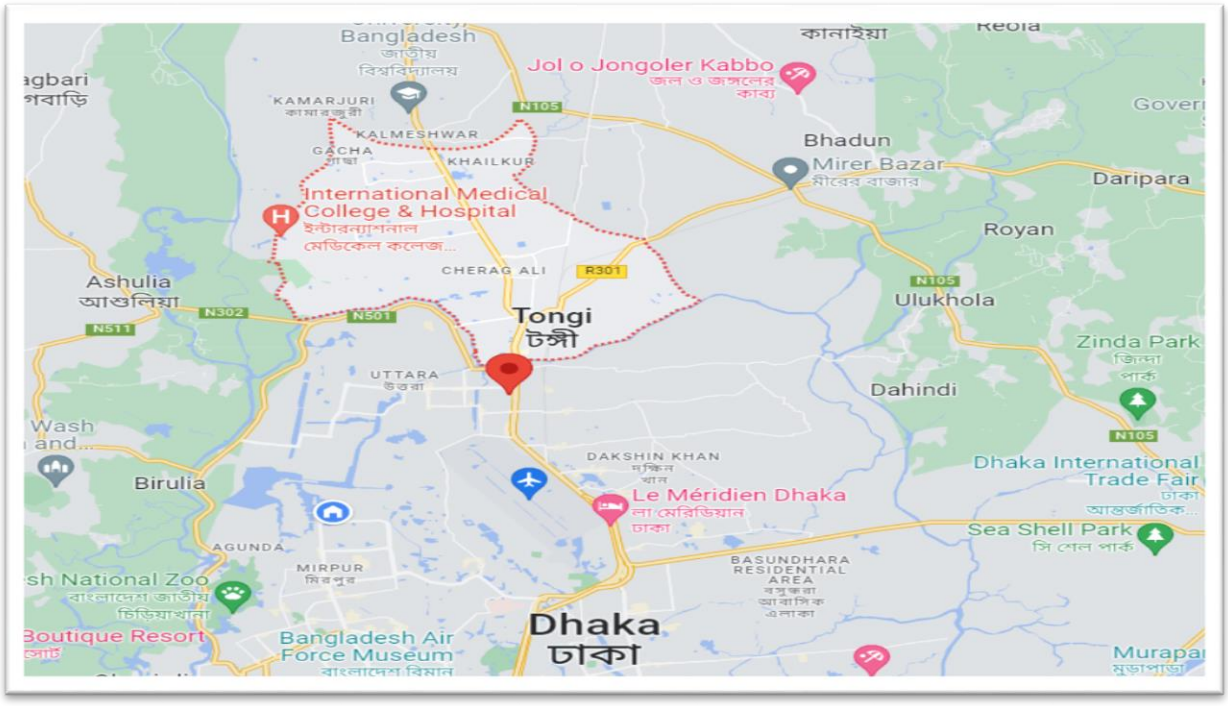

চিত্র ২.২ টঙ্গী

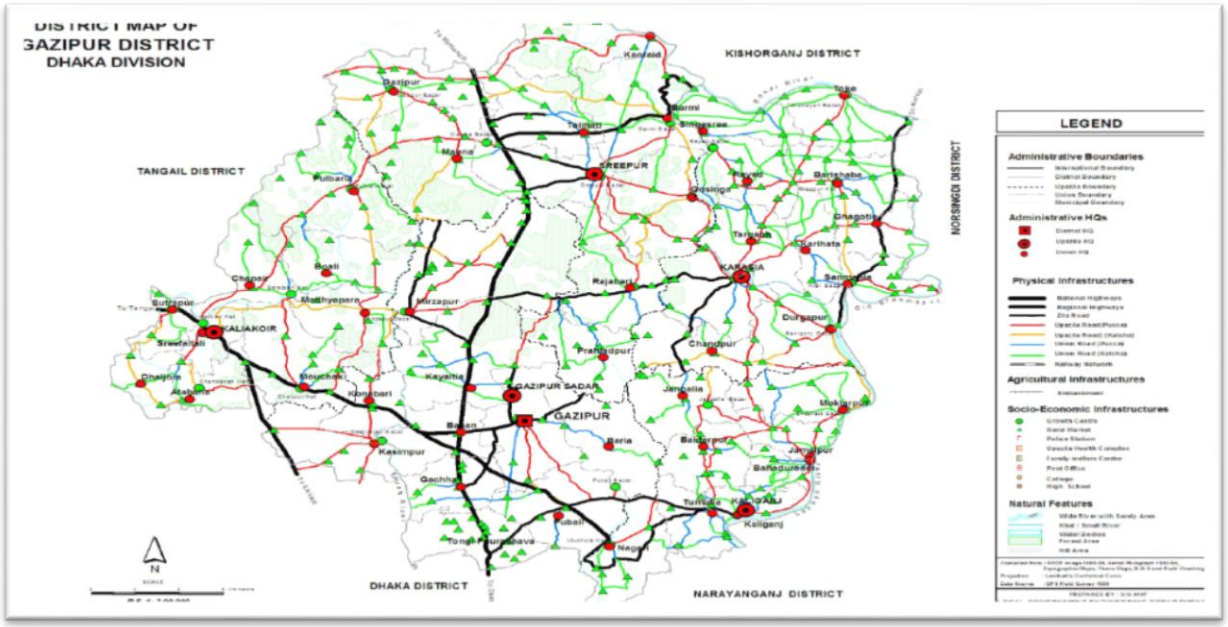

চিত্র ২.৩ গাজীপুর

নির্বাচিত অন্যান্য উপজেলাসমূহঃ(চিত্র ২.৪)

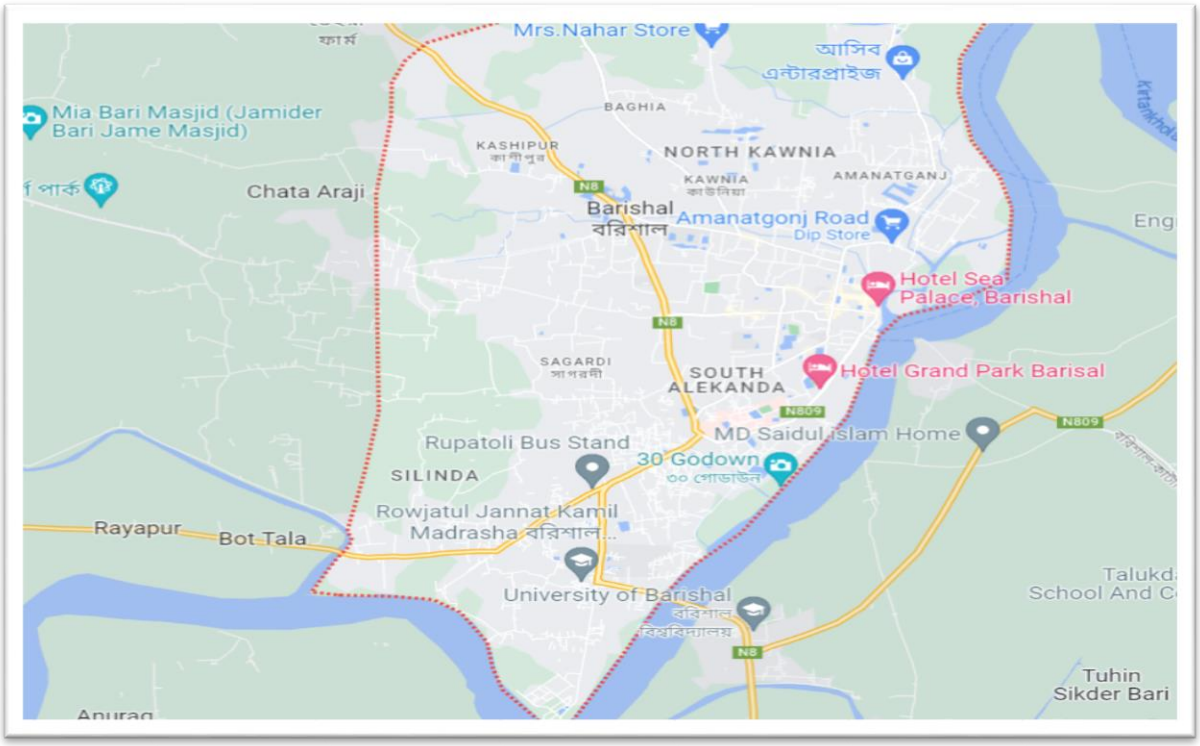

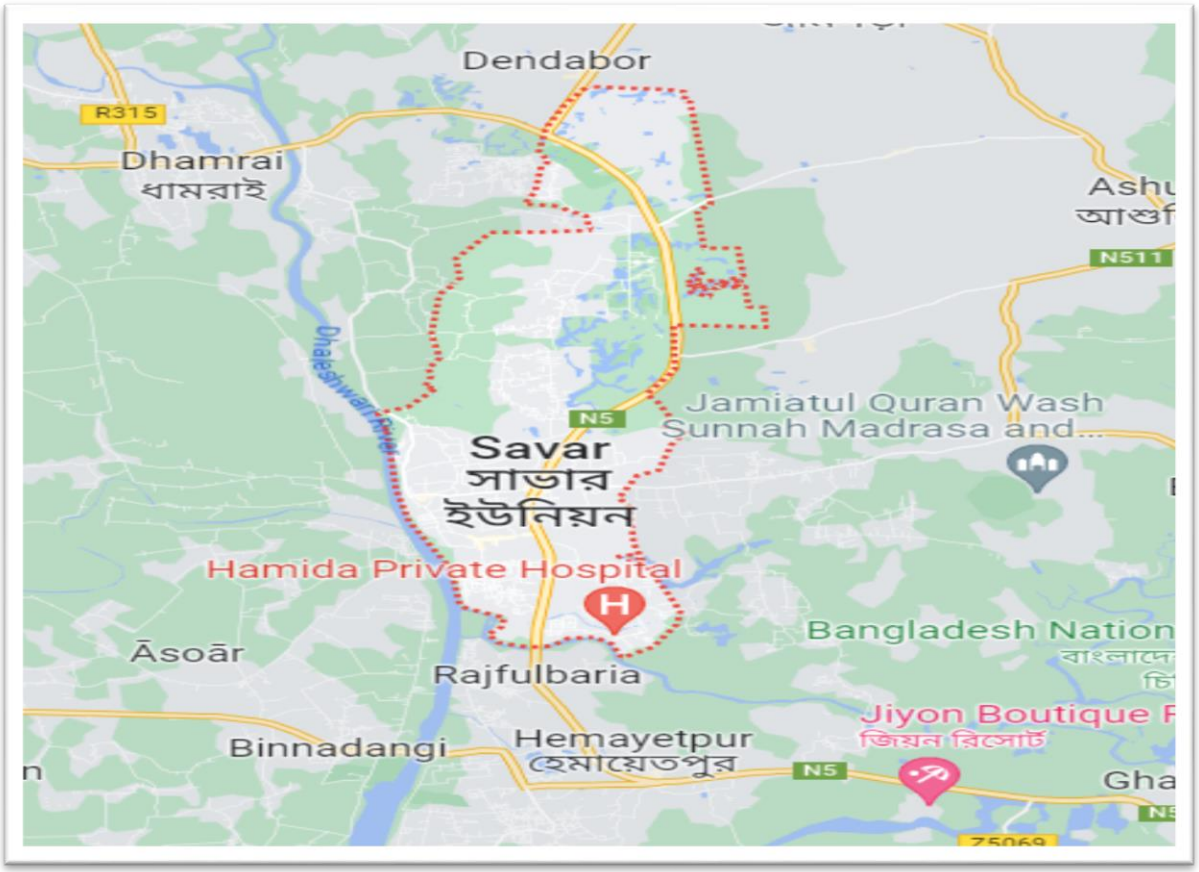

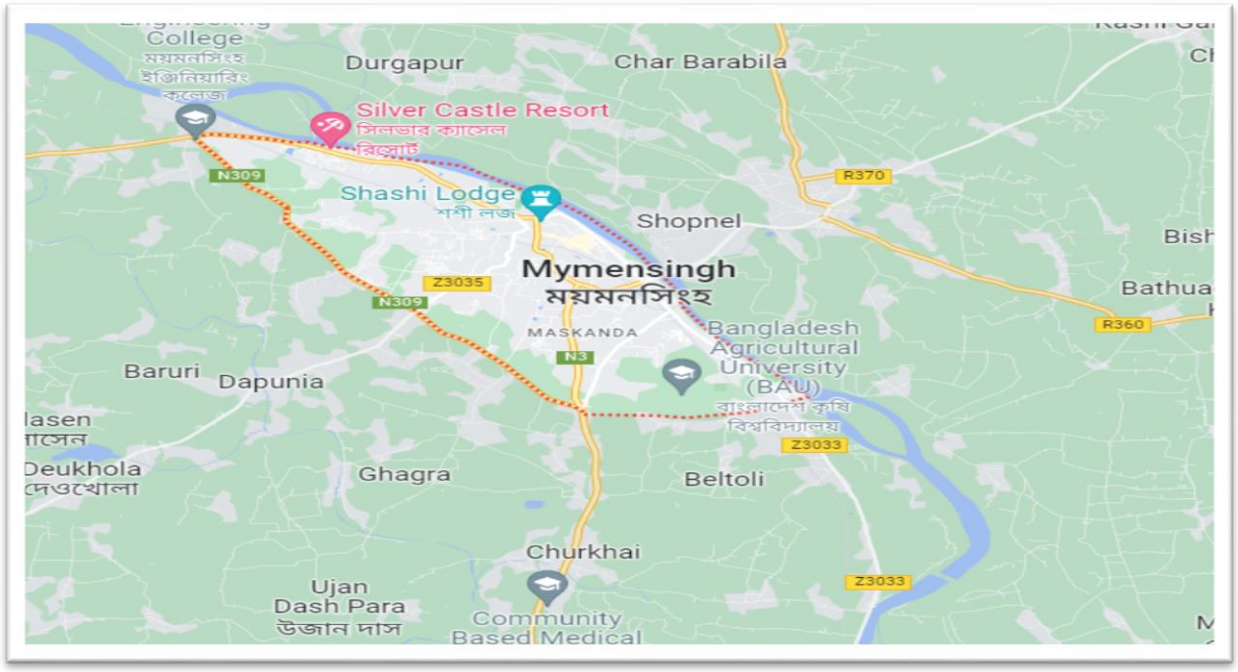

এছাড়াও আরো ৫টি উপজেলা থেকে ফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তা হলোঃ রাজশাহী, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ।

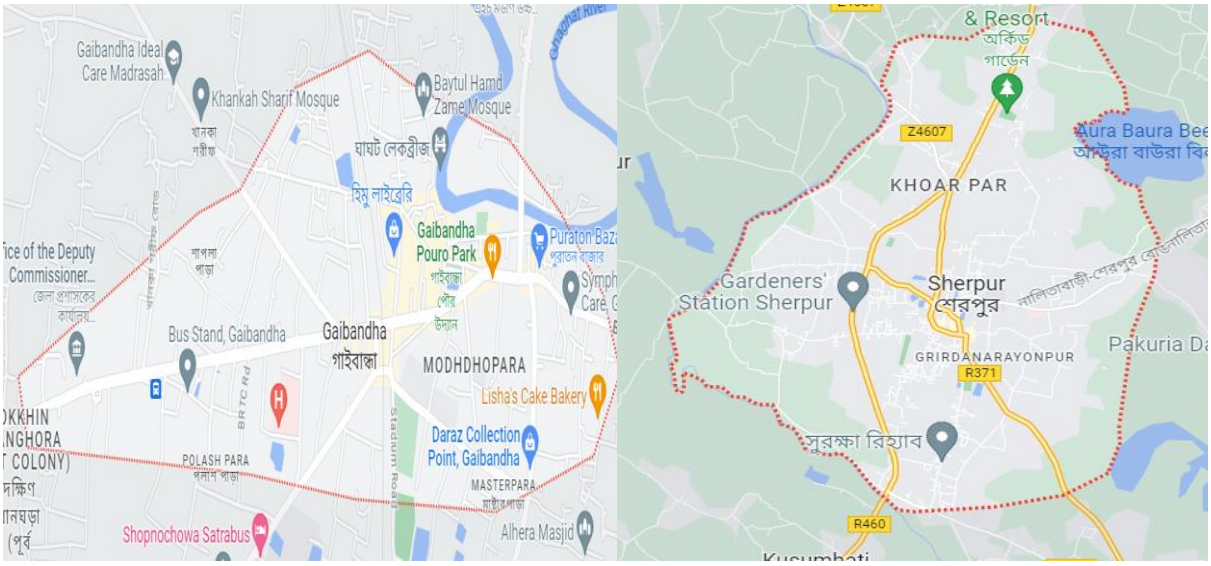

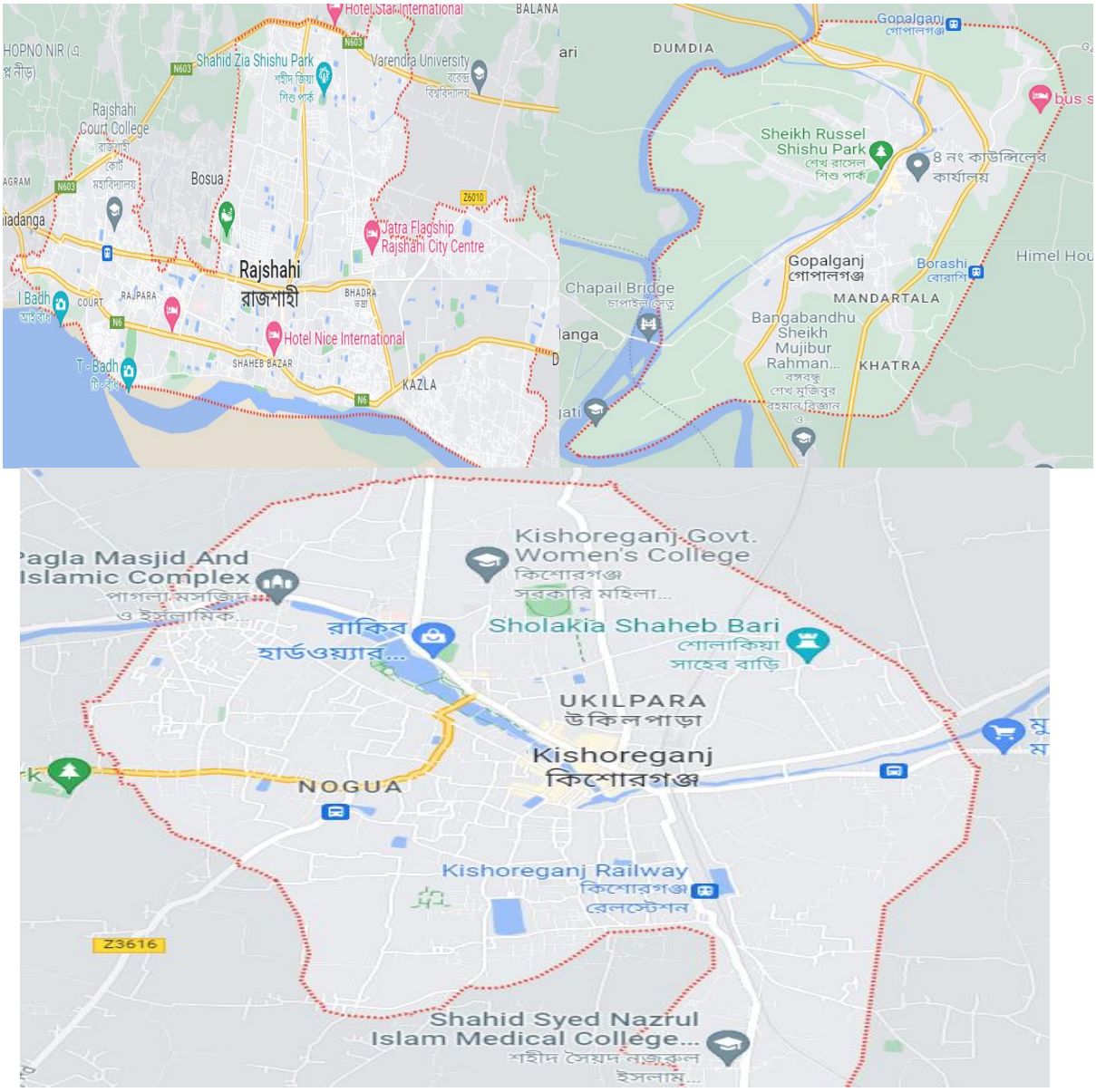

২.১.২ নমুনায়ন প্রক্রিয়া

এ গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জেলার উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ ২টি উপজেলায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শারীরিক প্রতবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ কার্যক্রম থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। এ ২ টি উপজেলা থেকে কোটা নমুনায়ন (Quota sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে দুই ধরনের (সাধারণ শারীরিক প্রতিবন্ধী ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী) নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই কোটা নমুনায়ন ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়েছে।

২.২ উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল

উপাত্ত দুই ধরনের হয়। ১। প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data) ২। গৌন উপাত্ত (Secondary Data)

এ গবেষণায় দুই ধরনের উপাত্তই ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল বা উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

- প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ কৌশলঃ প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকারী তথ্য সঙ্গগ্রহকারী কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

- গৌণ উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল: গৌণ উপাত্ত বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে যেমনঃ গবেষণা পত্র, জার্নাল, সরকারি প্রতিবেদন, ইন্টারনেট সোর্স এবং বই।

সারণী ২.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

কৌশল	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম	উত্তরদাতা বা অংশগ্রহণকারী
জরিপ	সেমিস্ট্রাকচার প্রশ্নমালা	প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী
এফজিডি	চেকলিস্ট	প্রশিক্ষণরত
কেআইআই	স্ট্রাকচারাল	প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

সারণী ২.২ নমুনার ভৌগলিক রূপরেখা

উপজেলা	জরিপপদ্ধতি		কেআইআই	এফডিজি	সাক্ষাতকার
	প্রশিক্ষণরত	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত			
ইআরসিপিএইচ	৭২	-	১১	৫০	১১
টঙ্গী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সাভার	-	৪৫	১৬	-	২৯
গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ, শেরপুর	-	২৮	১১	-	১৭
	মোট= ১৪৫		মোট = ৩৮	মোট =৫০	মোট= ৫৭

এছাড়াও ইআরসিপিএইচ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাছ থেকেও জরিপ ও সাক্ষাতকার রূপে তথ্য নেয়া হয়েছে মোট ১৫ জনের। সেক্ষেত্রে মোট তথ্যদাতা বা নমুনা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০ এ।

২.২.২ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ জরিপ প্রশ্নমালা, চেকলিস্ট ও গাইডলাইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে তাঁদের পেশার টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁদের মতামত সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ জরিপ প্রশ্নমালা, চেকলিস্ট ও গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে তাঁদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কিত জরিপ প্রশ্নসমূহ জরিপ প্রশ্নমালায় সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও উত্তরদাতাদের আর্থ-সামজিক অবস্থা নিরুপনের জন্য আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ জরিপ প্রশনামালতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপ প্রশ্নমালাতে খোলা, আবদ্ধ ও মেট্রিক্স প্রশ্ন একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এবং চেকলিস্ট ও গাইডলাইনে শুধু খোলা প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে ।

২.৩ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কৌশল

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণের পূর্বে উপাত্ত কোডিং, ডিকোডিং এবং ট্রায়াংগুলেশনের এর মাধ্যমে প্রসেস করা হয়েছে।

উপাত্ত দুইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত, মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে টেবুলেশন করার মাধ্যমে। পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সংখ্যাত্নক এবং বর্ণনামূলক উভয় প্রকারের উপাত্ত বিশ্লেষন করা হয়েছে।

এসপিএসএস ও এমএস এক্সেল সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পরিসংখ্যানিক কৌশল ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যখা করার জন্য এমএস ওয়ার্ড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩

ইআরসিপিএইচের বর্তমান কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের শিক্ষা ও সহায়ক উপকরণ তৈরী, বৃত্তিমূলক প্রশীক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুর্নবাসন প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৮-৮৭ সনে সিডা ও সুইডিশ ফ্রি মিশনের কারিগরি সহায়তায় টঙ্গিতে ইআরসিপিএইচ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ১৩৫ টি অনুমোদিত আসন রয়েছে, তবে এখন মাত্র ৫০ জন বাসিন্দা রয়েছে। এই লেখা পর্যন্ত ৩২১৩ জন ব্যক্তিকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে ইআরসিপিএইচ মাধ্যমে।

ইআরসিপিএইচের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের তিনটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় যথা- জাতীয় অন্ধ প্রশীক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র, কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র ও ব্রেইল প্রেস এবং হিয়ারিং এইড সার্ভিস।

বর্তমানে আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং দুঃস্থ এতিমকে প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর প্রতিবন্ধী অধিকার নিশ্চিত করনের অঙ্গিকার গ্রহণ করেছে ইআরসিপিএইচ।

৩.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রতিবন্ধীদের সাবলম্বী করতে ইআরসিপিএইচ নিয়িমিত ১২ টি ট্রেডে ৩ মাস থেকে ১ বছর ব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণোওর প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ প্রদান করে থাকে।

সারণী ৩.১ঃপ্রশিক্ষন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	মন্তব্য (আবাসিক থাকা+খাওয়া+ প্রশিক্ষন একদম ফ্রি
১	মেকানিক্যাল ওয়ার্কসপ	৬ মাস	
২	ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং	৩ মাস	প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী ও প্রশিক্ষণ কালে ভাতা প্রদান করা হয়
৩	পোলট্রি/ডেইরী	৩মাস/ ৬ মাস	
৪	পোলট্রি/ডেইরী	৬ মাস	
৫	উড ওয়ার্ক(কাষ্ট শিল্প)	৬ মাস	বন্ধ রয়েছে
৬	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কম্পিউটার এপ্লিকেশন (হার্ডওয়ার/সফটওয়ার/প্রোগ্রামিং)	৩মাস/ ৬ মাস/ ১ বছর	
৭	গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ	৩ /৬মাস	
৮	টেলিফোন/পিএবিএক্স/ কল সেন্টার	৬ মাস/১ বছর	
৯	মোবাইল সার্ভিসিং	৬ মাস	
১০	ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা	৬ মাস	১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা অনুদান (অফেরতযোগ্য)
১১	বাঁশ ও বেত	৬ মাস	বন্ধ
১২	ওরিয়েন্টেশন,মবিলিটি ও ব্রেইল	৩ মাস	বন্ধ রয়েছে (শুধুমাত্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য)
			প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ প্রদান

যদিও জুলাই,২০২৩ এ সমীক্ষা চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র মোবাইল সার্ভিসিং, গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার এপ্লিকেশন ৩টি ট্রেড ই চালু ছিল। এরমধ্যে গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার এপ্লিকেশন এ দুটি ট্রেড স্থানীয় এনজিও এর সহায়তায় চলমান।সে সময়ে প্রশিক্ষনরতদের মতে তারা কোন বৃত্তিমূলক অর্থ সাহায্য পাননি।

৩.২ ব্রেইল প্রেস

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার মান ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে, চাহিদানুসারে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করার লক্ষ্য নিয়ে ব্রেইল প্রেসের যাত্রা শুরু। ১৯৯১-১৯৯৫ মেয়াদে একটি আধুনিক ব্রেইল প্রেস স্থাপনের পাশাপাশি; শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। যা বর্তমানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য 'ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র' নামে টংগীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রাভ্যান্তরে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। সংস্থাটির মাধ্যমে ২০১২-১৬ পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের চাহিদানুসারে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাঁদের মেধা শ্রম কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন, এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ২০২০ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অধুনিক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাবে রয়েছে।

৩.৩ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন ও বিতরণ

জুলাই/১৯৯১ হতে জুন/১৯৯৫ খ্রিঃ সময়ে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য 'ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র (বিপিএএলসি)' স্থাপিত হয় ।শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্রিম হাত-পা, ক্র্যাচ, ব্রেইস, স্ট্রিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও এয়ারমোল্ড তৈরী করে স্বল্প মূল্য/বিনামূল্য প্রতিবন্ধীদের চাহিদা অনুসারে সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা দেয়া হয়। ডিসেম্বর/১৯৯৫ সাল হতে জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত এ কেন্দ্র হতে কৃত্রিম অঙ্গ ২০৬ টি, হিয়ারিং এইড সহ এয়ারমোল্ড সার্ভিসিং ইত্যাদি মোট-২৬৫টি প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;

১। কৃত্রিম অঙ্গ বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ধরন অনুযায়ী সরবরাহ করা ।

২। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মাঝে শ্রবণ বিকলতা পরিমাপ যন্ত্র তৈরী ও ইয়ার মোল্ড তৈরী ,যন্ত্র মেরামত ,ব্যবহার ইত্যাদি সুবিধা সমূহ বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা।

৩। উপরোক্ত উৎপাদিত মালামাল বিক্রিত অর্থ সরকারী অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকে জমা রাখা হবে। পুনরায় উৎপাদন কাজে ঐ অর্থ ব্যয় করা হবে।চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় করা যাবে।

৪। উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিগত দান/অনুদান গ্রহন করা যাবে।

৫। কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রয়োজনে বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যাবে।

অধ্যায়-৪

প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

৪.১ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (প্রশিক্ষণরত)- তথ্য বিশ্লেষণঃ

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও জরিপ নেয়া হয়েছে মোট ২০ জনের এবং ৩ টি দলে মোট ৫০ জনের দলগত আলোচনার সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমীক্ষা চলাকালীন ১২ টি ট্রেডের মধ্যে মোট ৩ টি ট্রেডই চালু ছিল- বেসিক কম্পিউটার শিক্ষা, গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ ও মোবাইল অপারেটর ট্রেনিং। তিনটি ট্রেডে যথাক্রমে শিক্ষার্থী ছিল- ২৪ জন, ১৮ জন ও ৮ জন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত ইআরসিপিএইচ এ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিল ৪০%, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছিল ৩০% এবং দুস্থ-অসহায় ছিল ৩০%। উল্লেখ্য, গার্মেন্টস প্রশিক্ষণের আওতায় সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

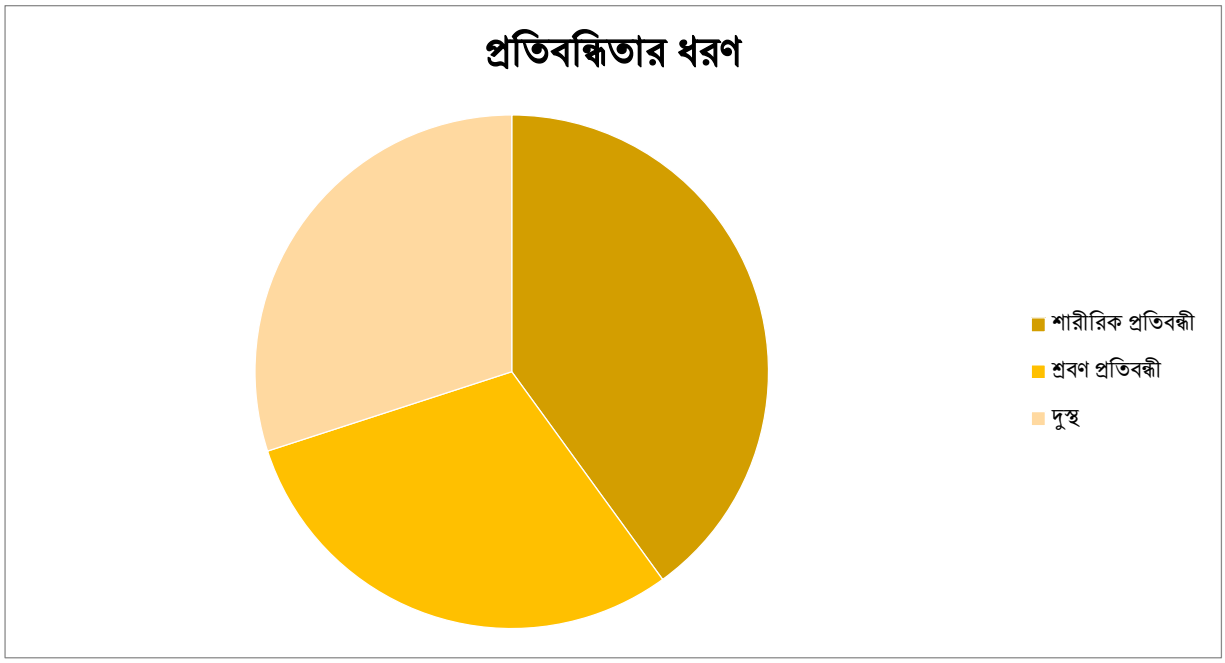

চিত্র ৪.১ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধীতার ধরণ

ইআরসিপিএইচ এর নিয়ম অনুযায়ী সাধারণত যেসকল শারীরিক প্রতিবন্ধী মোটামুটি নিজে চলাচলে সক্ষম, তাদেরকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই নিয়ম মেনে চলতে গেলে চলমান প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলোতে অনেক সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না; সেক্ষেত্রে আসন সংখ্যার ওপরে নির্ভর করে দুস্থ ও অসহায় মানুষদেরকে বিনা বেতনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অক্ষরজ্ঞান সম্বলিত ও ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে সাধারণত এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য মোতাবেক, শতকরা ৩৫ ভাগ হচ্ছে এইচএসসি পাশ।

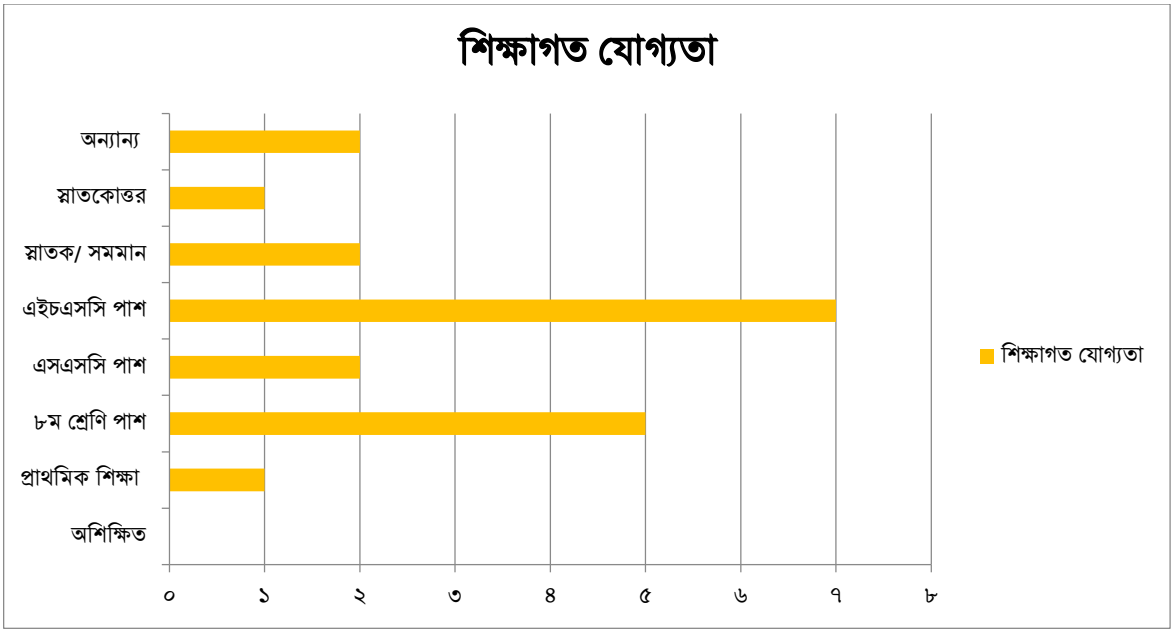

চিত্র ৪.২ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

এরপরে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে ৮ম শ্রেণি পাশ- শতকরা ২৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা পাশ আছে ৫ শতাংশ, এসএসসি পাশ আছে ১০ শতাংশ, মাস্টার্স পাশ আছে ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য (মাদ্রাসা) আছে ১০ শতাংশ।

সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য মোতাবেক, সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী এইএইচসি পাশ এবং তার পরপরেই রয়েছে ৮ম শ্রেণি পাশ। সাধারণত বাংলাদেশে এইচএসসি পাশের পরপরই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বলে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বত্ত্বা হিসেবে সমাজে চিহ্নায়িত করা হয়। এই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পরে মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বিকশিত হয় এবং মানুষ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপায় খোঁজে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও ভাবনাটা ব্যতিক্রম নয়। তাই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এইএইচসি পাশ করেই কোন নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান খুঁজতে চায়।

বর্তমানে দেশের যেকোন দক্ষতা ভিত্তিক কাজের জন্য ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। এই কারণে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮ম শ্রেণি পাশের হারটাও তুলনামূলক বেশি।

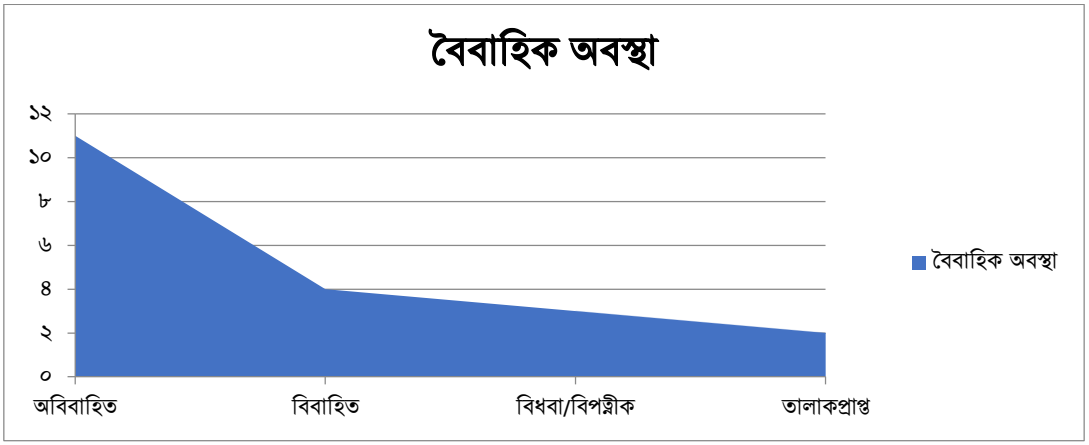

চিত্র ৪.৩ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা

ট্রেনিংরত শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই অবিবাহিত (৫৫%)। এছাড়াও বিবাহিত আছেন ২০%, বিধবা/বিপত্নীক আছেন ১০% ও তালাকপ্রাপ্ত ৫%।

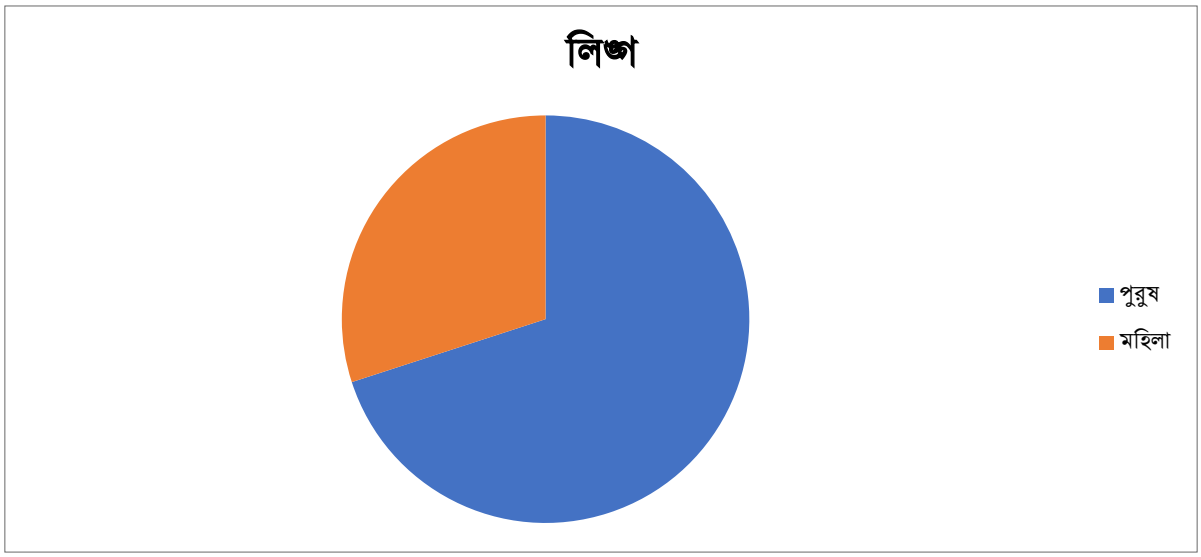

চিত্র ৪.৪ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গ

এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৭০ শতাংশ এবং মহিলা ছিলেন ৩০ শতাংশ। ইআরসিপিএইচ এ চলমান ট্রেডগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র গার্মেন্টস ট্রেনিংই নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। যে কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি যা প্রায় ৭৪ শতাংশ এবং মাত্র ২৬% নারী শিক্ষার্থী বিদ্যমান।

বিগত প্রায় ৩ দশক ধরেই সারাদেশে নারীকে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও তাকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কাজ করে আসছে। কিন্তু, নারীকে মূলধারার অর্থনীতিতে নিয়ে আসাটা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য যার পিছনে নানবিধ কারণ বিদ্যমানঃ শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। এমতাবস্থায় একজন প্রতিবন্ধী নারীর নিজের অর্থ সংস্থানের উপায় খুঁজে বের করা কতখানি জটিল, তা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও ইআরসিপিএইচ এ চলমান ৩টি ট্রেডের মধ্যে গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং এই ট্রেডে নারী শিক্ষার্থীরাই অধিক (৭২.২৩%)। তবে, পারিবারিক সমস্যা ও সামাজিক নিয়মের কারণে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের হার যথেষ্টই কম।

ইআরসিপিএইচ এর আবাসিকে নারী শিক্ষার্থীদেরকে রাখার কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। যেকারণে তাদের সার্বক্ষণিক মনিটর করার সুযোগতাও প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তা কিংবা প্রশিক্ষকরা পান না।

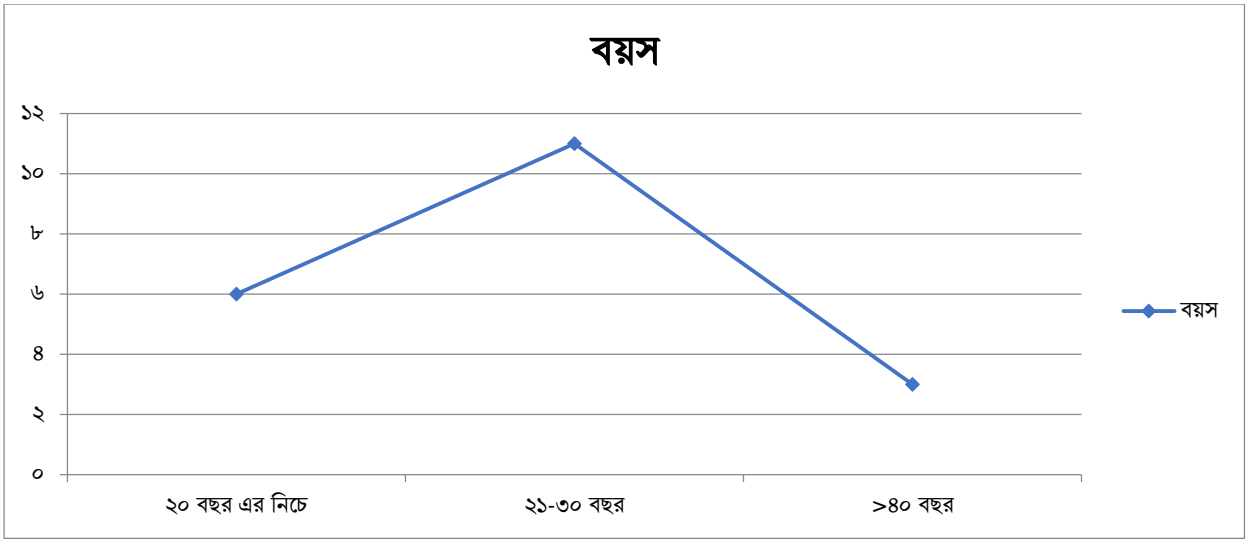

চিত্র ৪.৫: ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বয়স

শতকরা ৫৫% শিক্ষার্থীর বয়স ২১-৩০ এর মধ্যে; ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীর বয়স ২০ এর নিচে (১৮ এর উর্ধ্বে) এবং ১৫% শিক্ষার্থীর বয়স ৩১-৪০ এর মধ্যে। ৪০-উর্ধ্ব কাউকে ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

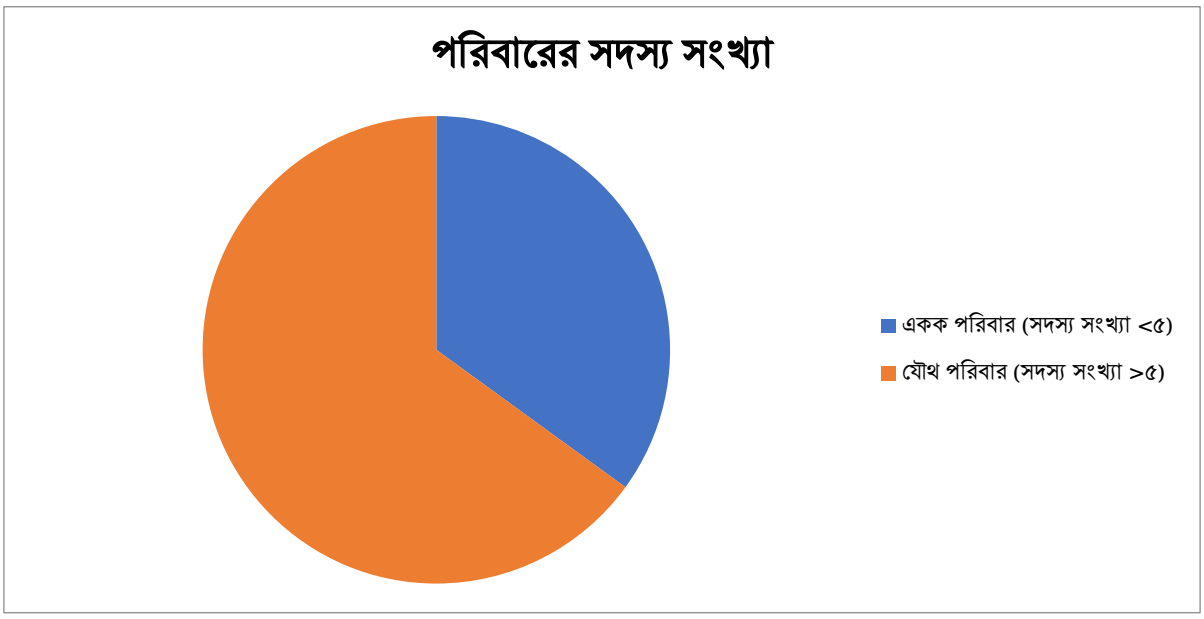

চিত্র ৪.৬ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পরিবারের ধরণ

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পরিবারের ধরণে পাওয়া যায় শতকরা ৩৫ ভাগ হচ্ছে একক পরিবার এবং শতকরা ৬৫ ভাগ যৌথ পরিবারের সদস্য।

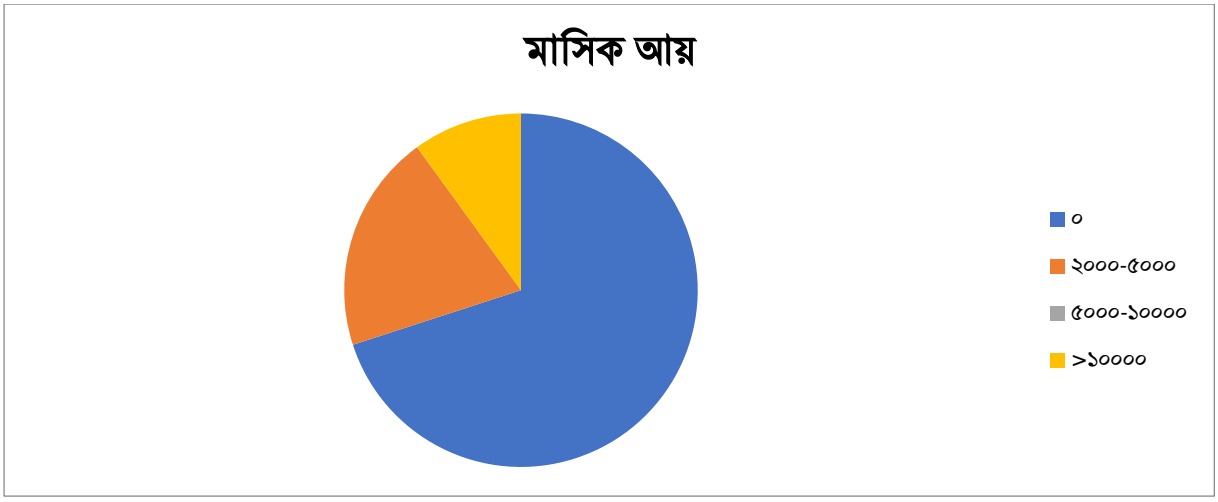

চিত্র ৪.৭ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের মাসিক আয়

নিজস্ব মাসিক আয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়, শতকরা ৭০ ভাগেরই কোন আয় নেই। তারা এই প্রশিক্ষণ শেষে সাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। ২০ শতাংশের আগে থেকেই চাকুরি ছিল বিধায় মাসে ২০০০-৫০০০ টাকার মত আয় বিদ্যমান; তারা তাদের চাকুরিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণে আগ্রহী। শতকরা ৯ ভাগের মাসিক আয় ১০০০০ টাকা কিংবা তার উর্ধ্বে।

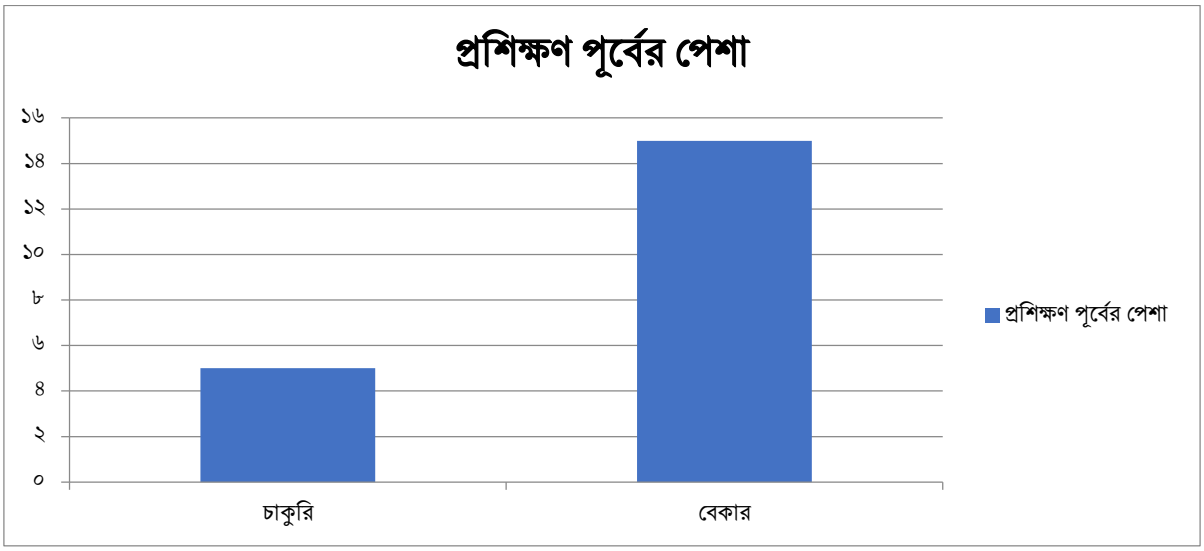

চিত্র ৪.৮ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্বের পেশা

শতকরা ৭৫ ভাগের এই প্রশিক্ষণের আগে কোন চাকুরি ছিল না; ২৫% এর আগে থেকেই চাকুরি কিংবা ব্যবসার অভিজ্ঞতা আছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশিক্ষণের আগে চাকুরির অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। যেহেতু, বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ৮ম শ্রেণি কিংবা এইএইচসি পাশ, তারা সবেমাত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার প্রতিফলন এসেছে তাদের প্রশিক্ষণ নেয়ার মাধ্যমে। একটি ভালো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কোন চাকুরিতে প্রবেশ করবে, এমন চিন্তাভাবনা থেকেই একটি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে।

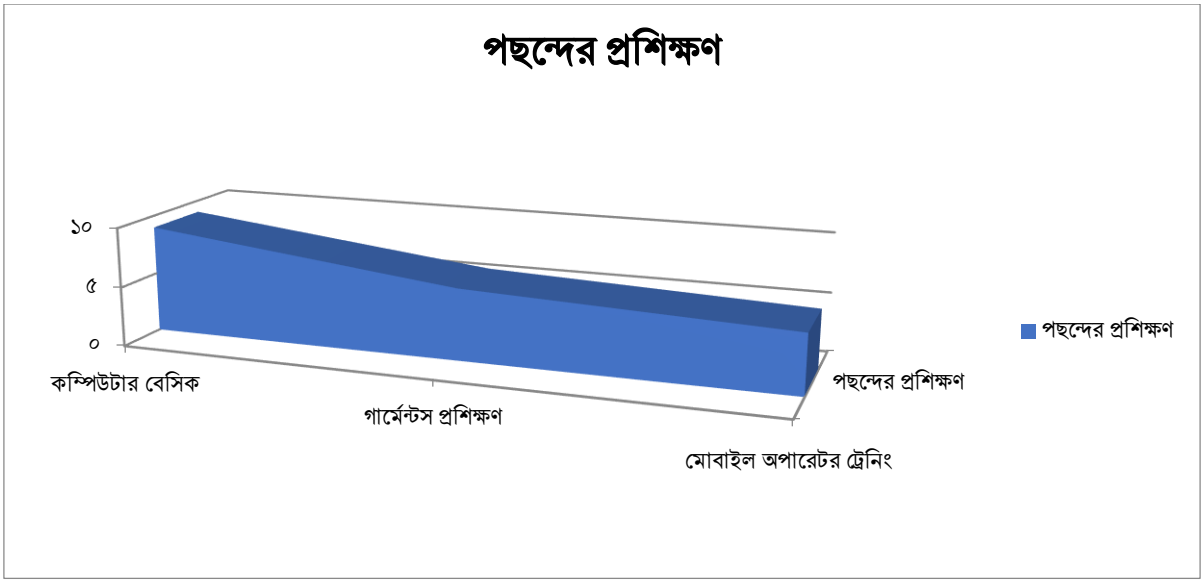

চিত্র ৪.৯ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পছন্দের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণরত ৩টি ট্রেডে মোট শিক্ষার্থী বিদ্যমান ছিল ৫০ জন। ৪৫% এর পছন্দের ট্রেড হচ্ছে বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং; এর পরপরই রয়েছে গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ (৩০%) এবং মোবাইল অপারেটর ট্রেনিং (২৫%)।

৪.২ ইআরসিপিএইচ এর কার্যক্রমের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব:

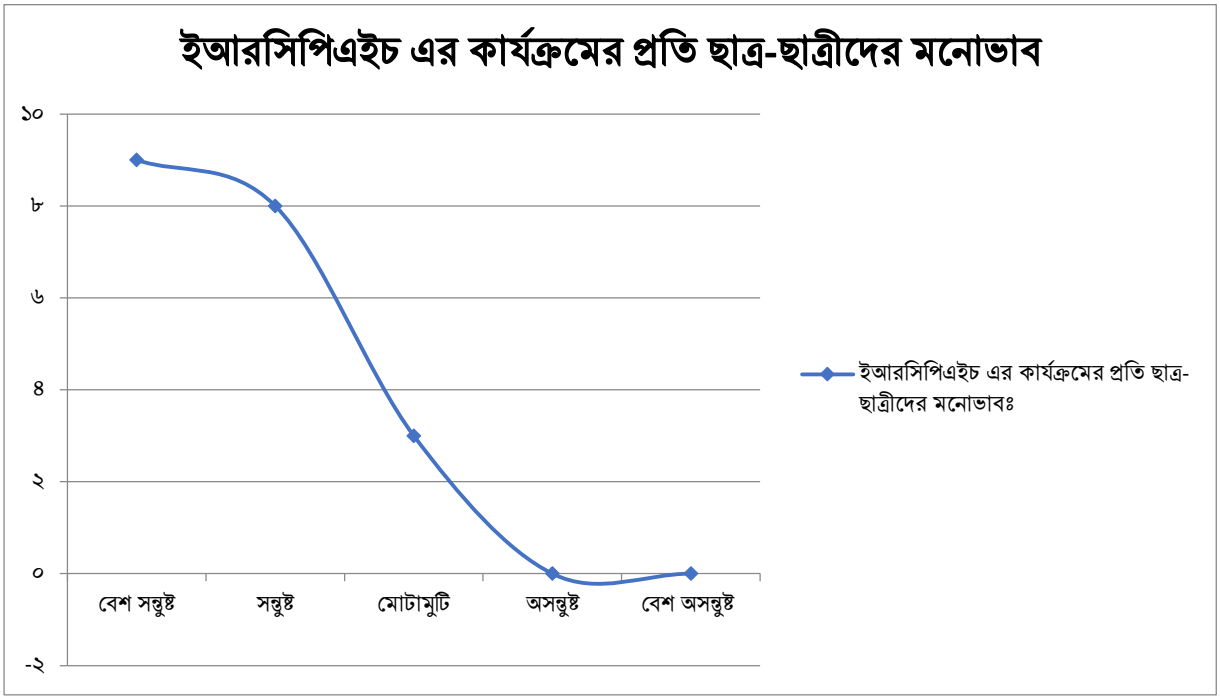

চিত্র ৪.১০ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের সেন্টারের কার্যক্রমের প্রতি মনোভাব

ইআরসিপিএইচ এর কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড নিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বেশ সন্তুষ্ট (৪৫%) ও সন্তুষ্ট (৪০%)। মোটামুটি সন্তুষ্ট প্রায় ১৫ শতাংশ এবং কেউই অসন্তুষ্ট নয়, যদিও কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা তারা নিজেরাই বলেছেন।

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনামূলক কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকেই মূলত ধরা হয়েছে। এই ব্যাপারে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সন্তুষ্ট এবং এর প্রতিফলন শিক্ষার্থীদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ ও শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষকের সম্পর্কের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণ ট্রেড ও প্রশিক্ষক অপ্রতুল হওয়া স্বত্ত্বেও তারা শিক্ষার্থীদেরকে আন্তরিক চেষ্টা সহকারে দক্ষ করে তোলার জন্য নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইআরসিপিএইচ এর কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও তারা নানাভাবে সমাজের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারি নানারকম সহায়তার অভাব থাকার পরেও প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তারা বিভিন্ন এনজিও সংস্থার সাথে একত্র হয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন।

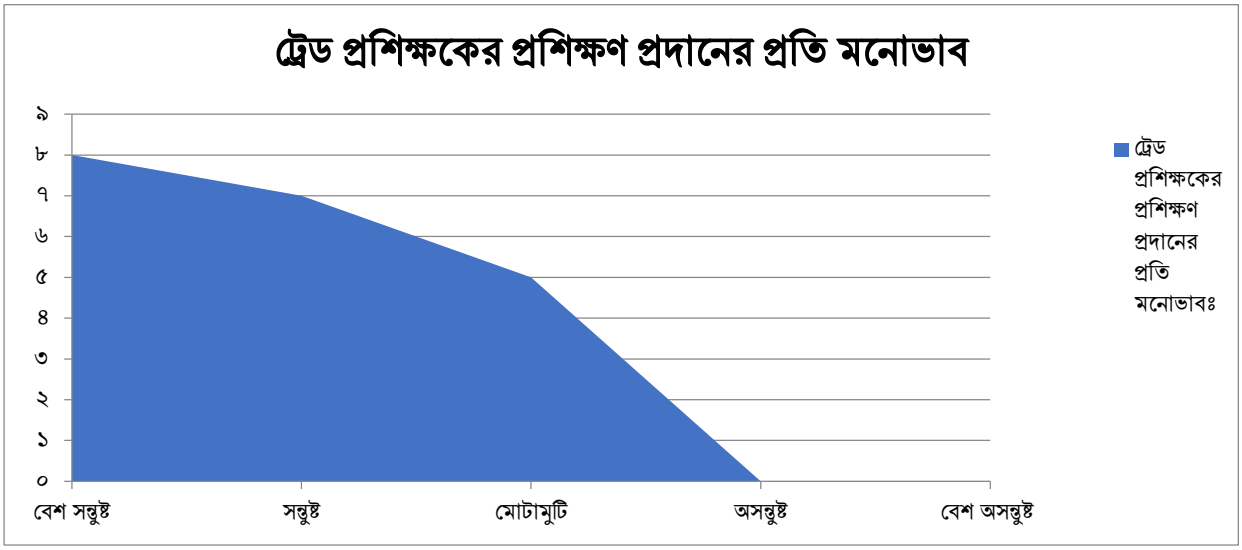

চিত্র ৪.১১ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ট্রেড প্রশিক্ষকের প্রতি মনোভাব

শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীই বেশ সন্তুষ্ট প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের ধরণ নিয়ে; শতকরা ৩৫ ভাগ সন্তুষ্ট। যদিও ২৫% শিক্ষার্থী মনে করে, প্রশিক্ষক তার শিখনের ধরণে আরো উন্নয়ন আনতে পারেন যাতে তা আরো সহজবোধ্য হয়।

ইআরসিপিএইচ এ চলমান তিনটি ট্রেডগুলোর প্রতিটির প্রশিক্ষক নিয়ে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তার অভাব থাকায় বাকি ট্রেডগুলোতে প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব যেমন বিদ্যমান ঠিক তেমনি প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রশিক্ষকের অভাবও প্রচুর। যে ৩টি ট্রেড চলমান, তার মধ্যে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও মোবাইল অপারেটরের প্রশিক্ষক পুরুষ এবং যেহেতু গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে নারী শিক্ষার্থী বেশি, তাই সেখানে একজন নারী প্রশিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা সকলেই তাদের শিক্ষার্থী নিয়ে যেমন সন্তুষ্ট, তেমন শিক্ষার্থীরাও তাদের শিখন পদ্ধতি নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে তারা সবাই ইশারা ভাষায় দক্ষ নন এবং কেউই শারীরিক প্রতিবন্ধী নন।

প্রশিক্ষণের প্রতিবন্ধীবান্ধবতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ১০০% শিক্ষার্থীরই উত্তর ছিল হ্যাঁ-বোধক। যদিও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিবন্ধীবান্ধবতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়।

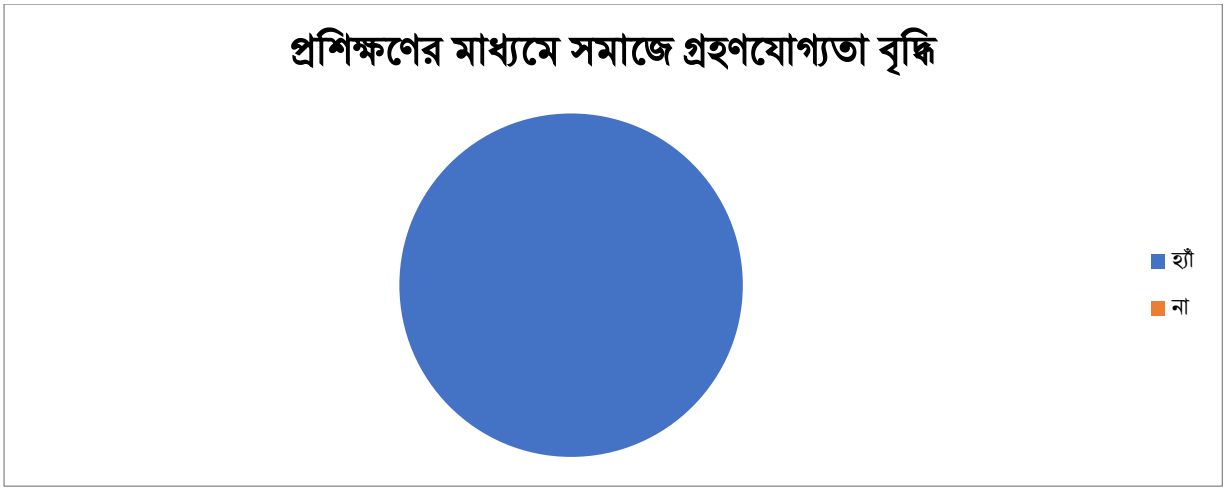

চিত্র৪.১২ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোভাব

শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে, যাদের আর্থ-সামাজিক মূলধারায় আসতে বেশ বাধা পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষার্থীই হ্যাঁ-বোধক উত্তর দেন।

অন্তত ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কখনো কোন সামাজিক অবহেলার শিকার হননি বলে দাবি করেন। বাকি যারা কোন না কোন ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছেন বলে মনে করেন, তারাও এটাই আশা রাখেন যে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ফলে তাদের সামাজিক, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

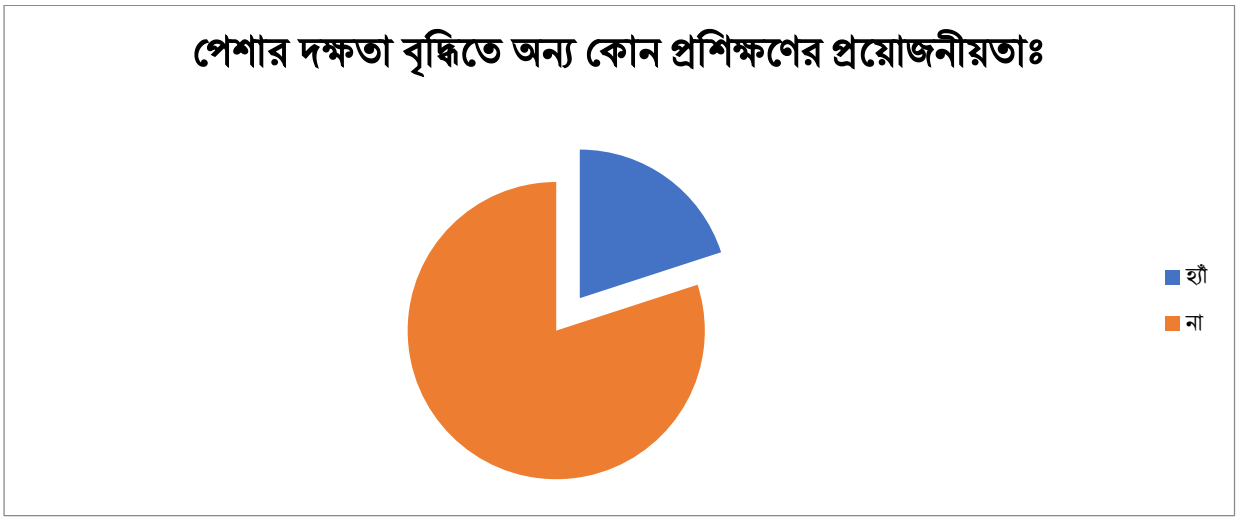

চিত্রঃ.৪.১৩ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ (৮০%) মনে করে তাদের পেশার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই প্রশিক্ষণের পরে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, তবে চলমান প্রশিক্ষণের পর পর্যবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ উন্নত করার প্রয়োজন অনুভব করেন, যা বর্তমান চাকুরির বাজারে তাদেরকে এগিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। যদিও শতকরা ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মনে করেন যে, অন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তাদের রয়েছে।

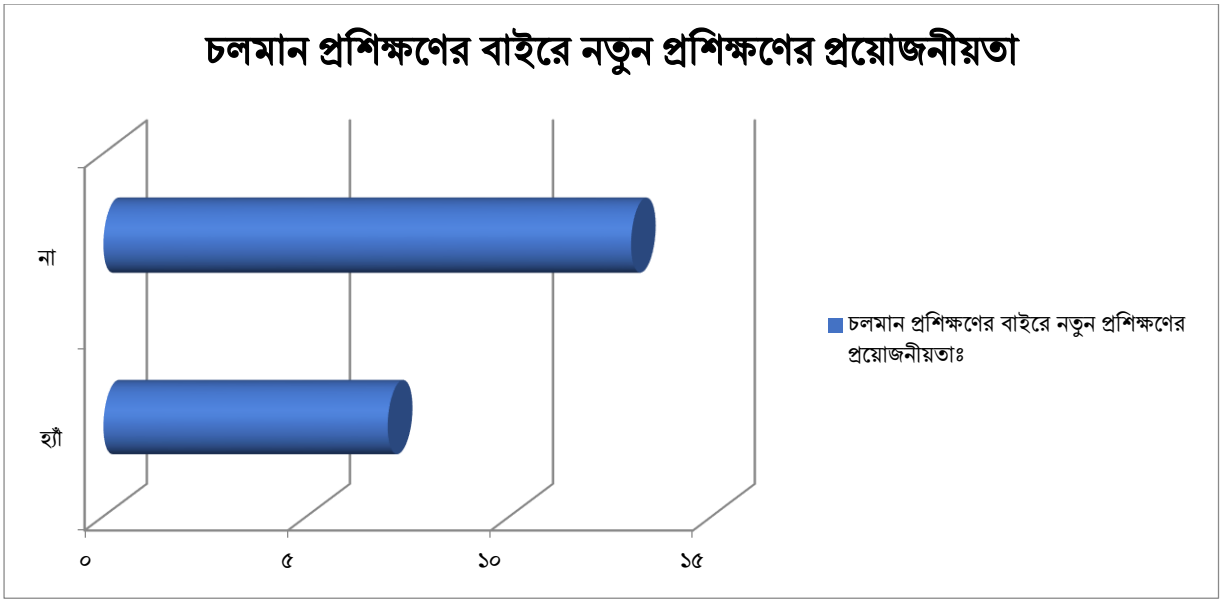

চিত্র ৪.১৪ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের চলমান প্রশিক্ষণের বাইরে নতুন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শতকরা ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী মনে করে, চলমান প্রশিক্ষণের বাইরে নতুন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন নেই; ৩৫% এর মতামত তার উলটো।

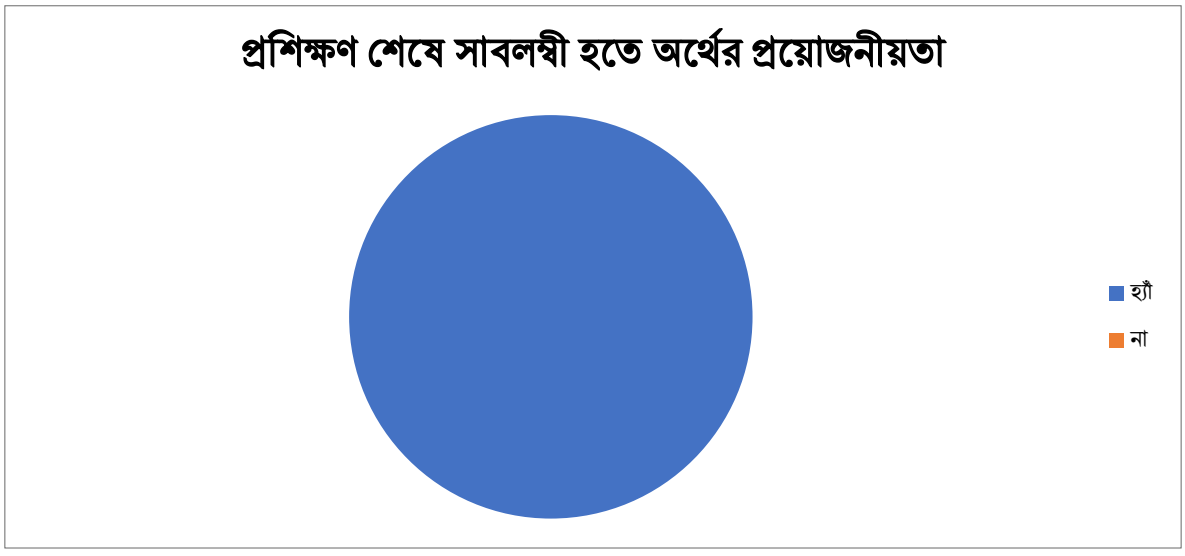

চিত্রঃ:৪.১৫ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে সাবলম্বী হতে অর্থের প্রয়োজনীয়তা

এই প্রশিক্ষণের একটি বড় উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। প্রশিক্ষণরত সব শিক্ষার্থীই (১০০%) মনে করে, প্রশিক্ষণ শেষে কিছু অর্থের তাদের প্রয়োজন কোন ব্যবসা/উদ্যোগ শুরু করতে। প্রশিক্ষণ শেষের পরীক্ষায় যদি পুরস্কার হিসেবেও কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়, তার দ্বারা তারা উপকৃত হবেন।

৪.৩ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের প্রতি মনোভাব:

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ৩ দলে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ ও মোবাইল অপারেটিং প্রশিক্ষণ।

৩টি দলেই প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্য, প্রশিক্ষণ প্রদানে ইআরসিপিএইচ এর সক্ষমতা, ইআরসিপিএইচ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সার্বিক বিষয়াবলী, প্রশিক্ষণ পূর্বে ও পরবর্তীতে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে ইআরসিপিএইচ এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেড এবং এই ট্রেডেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে যে ২৪ জনের দলগত আলোচনা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, তারা সকলেই প্রশিক্ষণের শেষপ্রান্তে ছিলেন। প্রশিক্ষণের ইতিবাচক বিষয় সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে, তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেনঃ

- তথ্য প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার সংক্রান্ত দক্ষতার প্রয়োজন অনেক বেশি
- বেসিক কম্পিউটার দক্ষতা জানা থাকলে চাকরির সুযোগ বাড়ে বহুগুণে
- যেকোন অফিস-আদালতে কম্পিউটার জানা লোকের দরকার হয়

এছাড়াও নেতিবাচক ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো তারা উল্লেখ করেন, তা হলোঃ

- এই ট্রেডে কম্পিউটারের বেসিক বিষয়গুলো শিখানো হয়, যা অনেক সময়েই চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার তুলনায় অপ্রতুল। প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই মন্তব্য করেন যে এই বেসিক কম্পিউটার স্কিল এর পাশাপাশি আরোও অগ্রসর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। যেমনঃ বিভিন্ন ছবি এডিটিং অ্যাপস এর কাজ, ফ্রি-ল্যান্সিং এর কাজ ইত্যাদি।
- এছাড়াও যেহেতু প্রশিক্ষণরত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশিরভাগ প্রতিবন্ধীদেরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়, সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শেষে তাদেরকে কোন আর্থিক সহায়তা দেয়া হলে, তারা নিজেরাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতো।
- প্রশিক্ষণ শেষে নেয়া পরীক্ষার ফলাফলের ওপরে ভিত্তি করে যদি প্রথম ৩ জনকে ল্যাপটপ উপহার হিসেবে দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আরো অনেক বেশি টেকসই হবে, এমনটাই মন্তব্য করেন শিক্ষার্থীরা।

গার্মেন্টস প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের মোটামুটি কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া গেছে; প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সুবিধাগুলোর ব্যাপারে গার্মেন্টস শিক্ষার্থীদের কোন মন্তব্য নেই কারণ গার্মেন্টস শিক্ষার্থীদের আবাসিকে থাকার সুযোগ নেই। এটি একমাত্র ট্রেড যেখানে মহিলা প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের প্রশিক্ষণ নেয়ার সুবিধা বিদ্যমান।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে যে ১৮ জনের দলগত আলোচনা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, তারা সকলেই প্রশিক্ষণের শেষপ্রান্তে ছিলেন। প্রশিক্ষণের ইতিবাচক বিষয় সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে, তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেনঃ

- গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশ সরকারের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে লাভজনক শিল্প এবং দেশের ৮৩% রাজস্ব আসে এই গার্মেন্টস শিল্প থেকে। তাই এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে একজন দক্ষ কর্মীর চাকরির সুযোগও তুলনামূলক বেশি।
- ইআরসিপিএইচ এর চলমান ট্রেনিংগুলোর মধ্যে এটিই একমাত্র ট্রেড যেখানে নারী-প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বিদ্যমান। নারীদের চাকরি পাওয়ার হার গার্মেন্টস শিল্পে তুলনামূলক বেশি এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে ইআরসিপিএইচ এই সুবিধা করে দিচ্ছে।

ইআরসিপিএইচে চলমান ৩টি ট্রেডের শেষ ট্রেড হচ্ছে মোবাইল অপারেটর প্রশিক্ষণ। এই ট্রেডেই কেবলমাত্র শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমীক্ষা চলাকালীন ৮ জন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণের ইতিবাচক দিকগুলো হলঃ

- শিক্ষার্থীদেরকে যথেষ্ট যত্ন সহকারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং যাবতীয় শিখন উপাদান বিদ্যমান।
- এই প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী কোন ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারেন কিংবা কোন দোকানে চাকুরি নিতে পারবেন যেখানে তাদের প্রতিবন্ধীতা বাধা হয়ে দাড়াঁবে না।

তবে শিক্ষার্থীরা নেতিবাচক দিকও উল্লেখ করেনঃ

- যেহেতু বর্তমান যুগটাই প্রযুক্তির যুগ এবং স্মার্টফোন ছাড়া সবাই অচল বলতে গেলে, সেই যুগে শুধুমাত্র পুরোন প্রযুক্তির ফোন ঠিক করানোটাই শিখানো হয়। এতে করে চাকুরির সম্ভাবনা প্রতিনিয়তই সংকুচিত হয়ে আসছে।

৪.৩ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ইআরসিপিএইচ এর সার্বিক পরিবেশের উপর মনোভাব:

প্রশিক্ষণ প্রদানে ইআরসিপিএইচ এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে অধিকাংশই ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। যে অক্ষমতার বিষয়গুলো উঠে আসে, তা প্রতিষ্ঠানের অবাসিক সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক ইস্যু, যার মধ্যে রয়েছেঃ

- থাকার জায়গার মান
- খাবারের মান
- পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির অভাব
- খেলার উপকরণের অভাব
- আবাসিকে কোন র‍্যাম্প/লিফট এর সুবিধা না থাকা
- প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট না থাকা

এইসব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তারা বিভিন্ন রকম সুপারিশ রেখেছেন। এ ব্যাপারে ইআরসিপিএইচ এর কর্ম-কর্তাদের সাথেও আলোচনা করা হয়েছে। যে বিষয়গুলো উন্নত করবার প্রয়োজন তা হলোঃ

- আবাসিকের মান
- রাস্তা-ঘাট প্রতিবন্ধীবান্ধব করা
- প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া
- সবগুলো ট্রেড চালু করা
- সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি বেসরকারি এনজিওগুলোর সাথে কাজ করা

এছাড়াও ইআরসিপিএইচ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়া হয়েছে। বিষয়গুলো হলোঃ অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ, প্রশিক্ষণের কৌশল, আবাসনের পরিবেশ, স্টাফদের আচরণ ও খাবার মান ইত্যাদি।

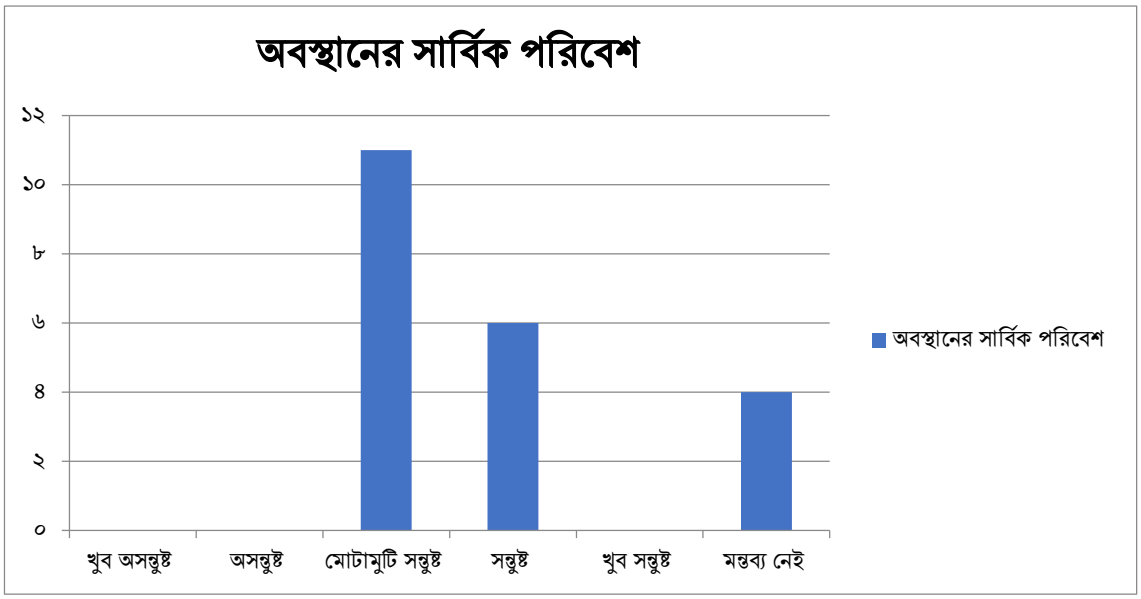

চিত্র ৪.১৬ অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের মতে, আবাসনের সার্বিক পরিবেশ এর ইস্যুতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মোটামুটি সন্তুষ্ট (৫২ শতাংশ)। শতকরা ২৯ ভাগ শিক্ষার্থী মনে করে আবাসনের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট এবং শতকরা ১৯ ভাগ শিক্ষার্থীর কোন মন্তব্য ছিল না।

চিত্র ৪.১৭ প্রশিক্ষনের কৌশল

প্রশিক্ষণের কৌশলের ব্যাপারে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী খুব সন্তুষ্ট- প্রায় ৮১%। শুধুমাত্র ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন এবং ১৪% শিক্ষার্থী কোন মন্তব্য প্রদান করেননি।

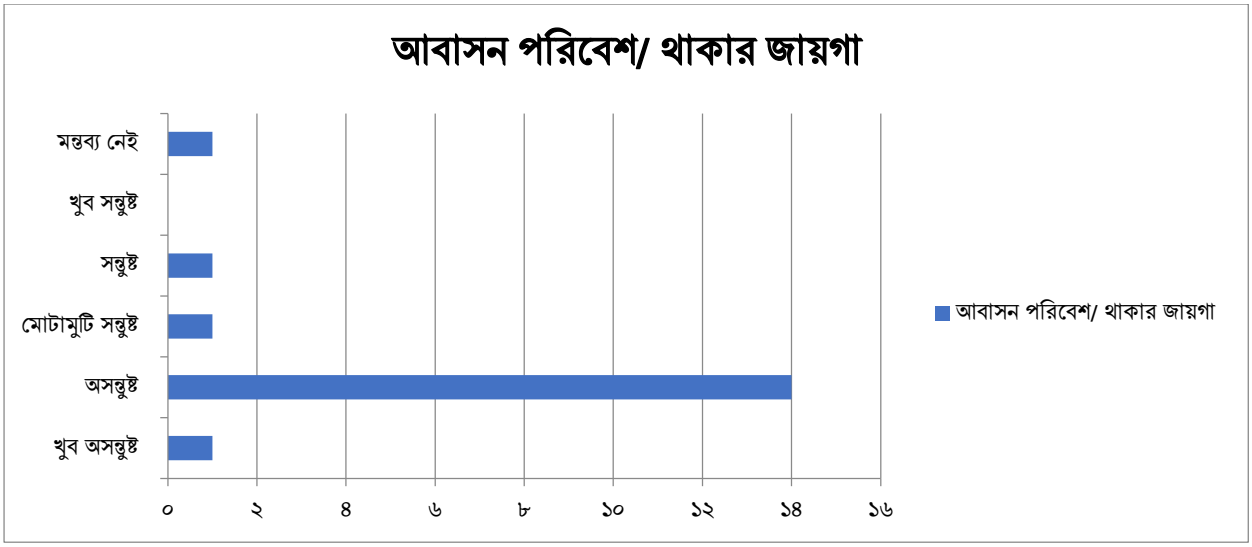

চিত্র ৪.১৮ আবাসন পরিবেশ/থাকার জায়গা

শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গার ব্যাপারে শতকরা ৭৮ ভাগ শিক্ষার্থী অসন্তুষ্ট। বাকি ৬% খুব অসন্তুষ্ট, ৬% সন্তুষ্ট, ৬% মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং ৬% এর কোন মন্তব্য নেই। এই একটি বিষয়ে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অসন্তুষ্ট র‍্যাংকিং প্রদান করেছে।

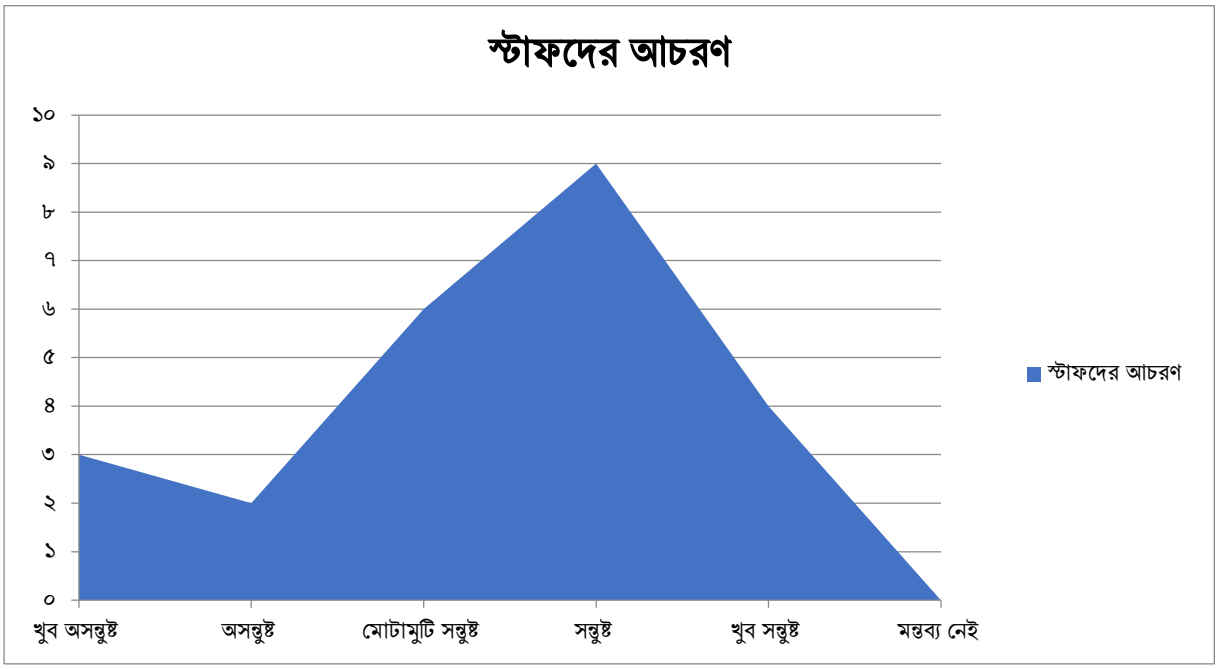

চিত্র ৪.১৯ স্টাফদের আচরণ

স্টাফদের আচরণ নিয়ে শতকরা ৩৮ ভাগ শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট; ২৫% শিক্ষার্থী মোটামুটি সন্তুষ্ট; ১৭% শিক্ষার্থী খুব সন্তুষ্ট। তবে ১৩% শিক্ষার্থী খুব অসন্তুষ্ট এবং ৮% শিক্ষার্থী অসন্তুষ্ট।

চিত্র ৪.২০ খাবারের মান

প্রতিষ্ঠানের আবাসিকের খাবার মানের ব্যাপারে শতকরা ৪৩ ভাগ শিক্ষার্থী মোটামুটি সন্তুষ্ট; কিন্তু বেশ বড় একটি ভাগ অসন্তুষ্ট- ২৯%। শতকরা ১০ ভাগ সন্তুষ্ট, শতকরা ১০ ভাগ খুব অসন্তুষ্ট এবং ১০ ভাগের কোন মন্তব্য নেই।
গার্মেন্টস প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদেরকেও একইভাবে প্রশ্ন করা হয়।

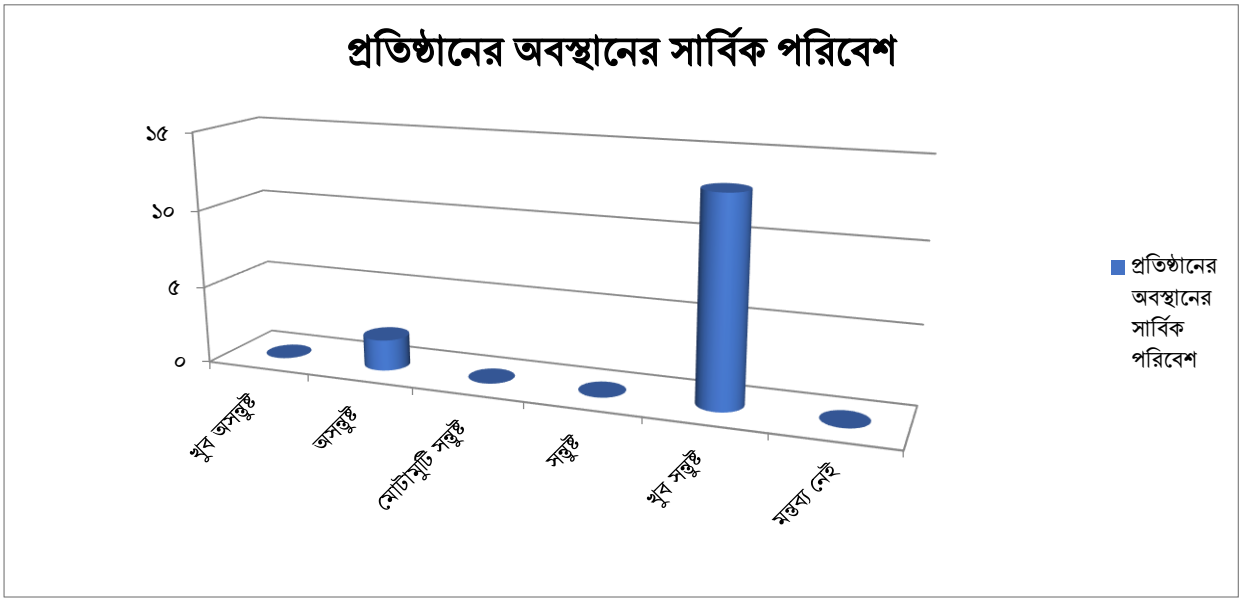

চিত্র ৪.২১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের মতে, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে বেশির ভাগ খুব সন্তুষ্ট (৮৭%) এবং ১৩% অসন্তুষ্ট। যেহেতু, ইআরসিপিএইচ এ তারা আবাসিক শিক্ষার্থী নন, শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা নিয়ে শিক্ষার্থীরা খুব সন্তুষ্ট।

চিত্র ৪.২২ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের কৌশল

গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের মতে, প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের কৌশল নিয়ে বেশির ভাগ খুব সন্তুষ্ট (৮৭%), ৭% সন্তুষ্ট এবং ৭% অসন্তুষ্ট। এই একটি ট্রেডে নারী শিক্ষার্থী এবং নারী প্রশিক্ষক থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

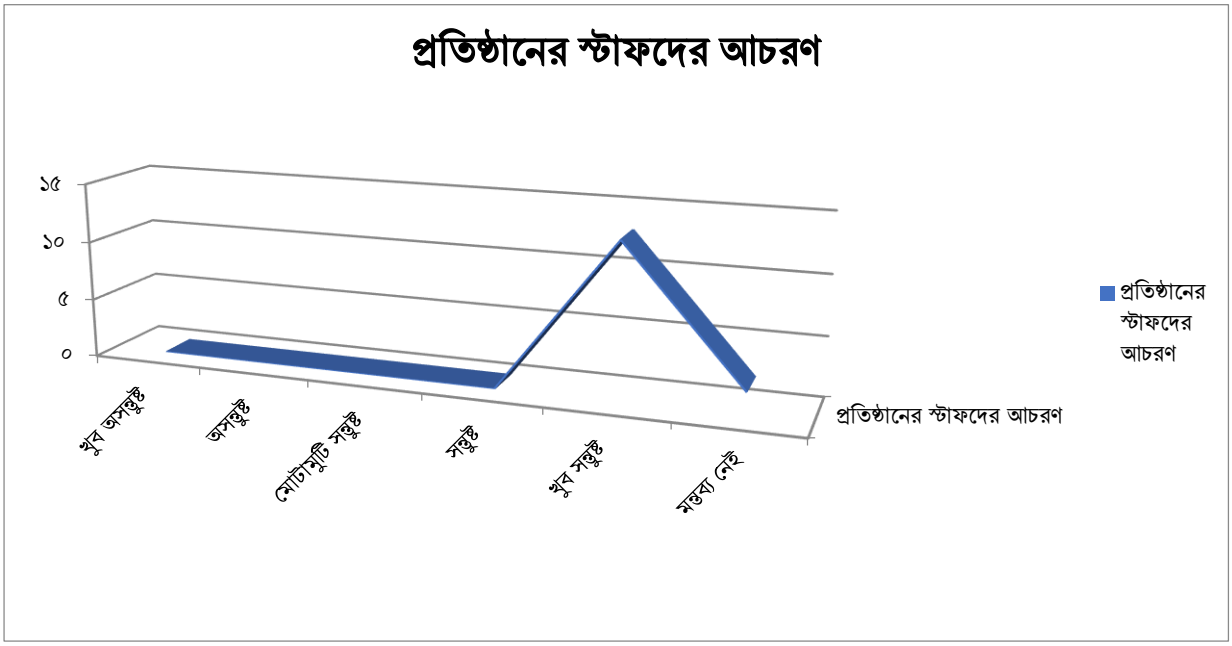

চিত্র ৪.২৩ প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ

প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ নিয়ে এই ট্রেডের শিক্ষার্থীরা খুব সন্তুষ্ট- শতকরা ৮৭ ভাগ। শতকরা ১৩ ভাগের কোন মন্তব্য ছিলনা।

ইআরসিপিএইচ এ চলমান ৩টি ট্রেডের শেষ ট্রেডের দলগত আলোচনা অর্থাৎ মোবাইল অপারেটর এর প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা মোটামুটি সন্তুষ্ট।

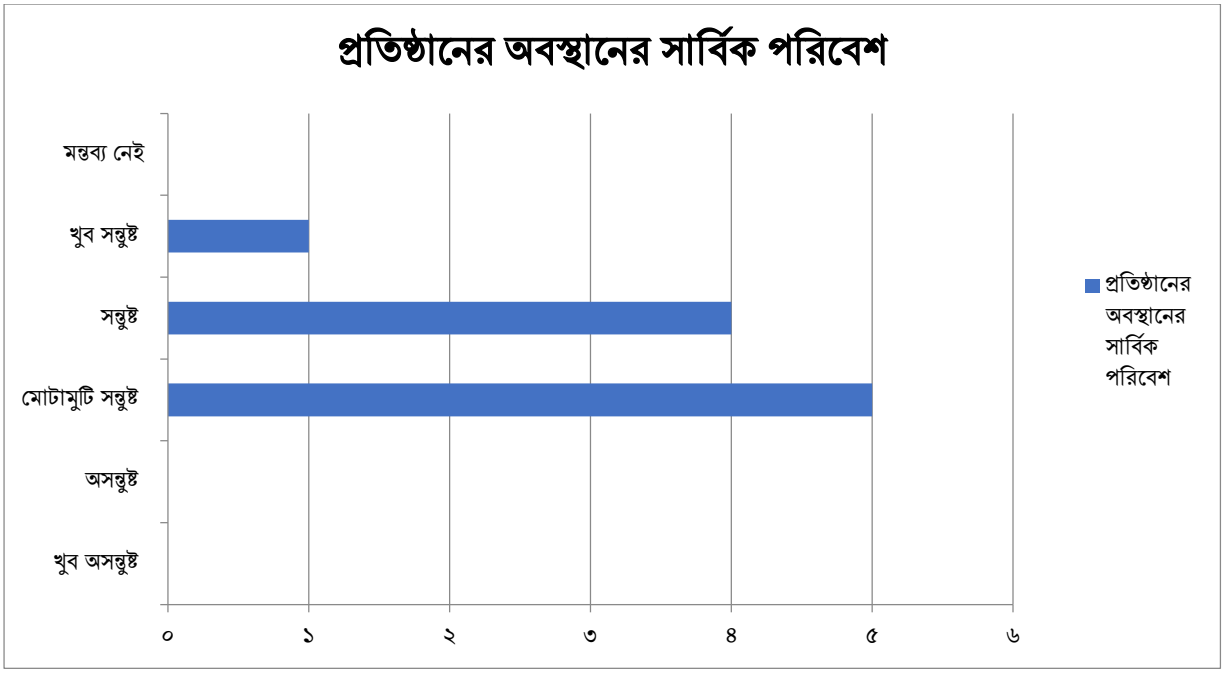

চিত্র ৪.২৪ প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে ৫০% শিক্ষার্থী মোটামুটি সন্তুষ্ট; ৪০% সন্তুষ্ট এবং ১০% খুব সন্তুষ্ট।

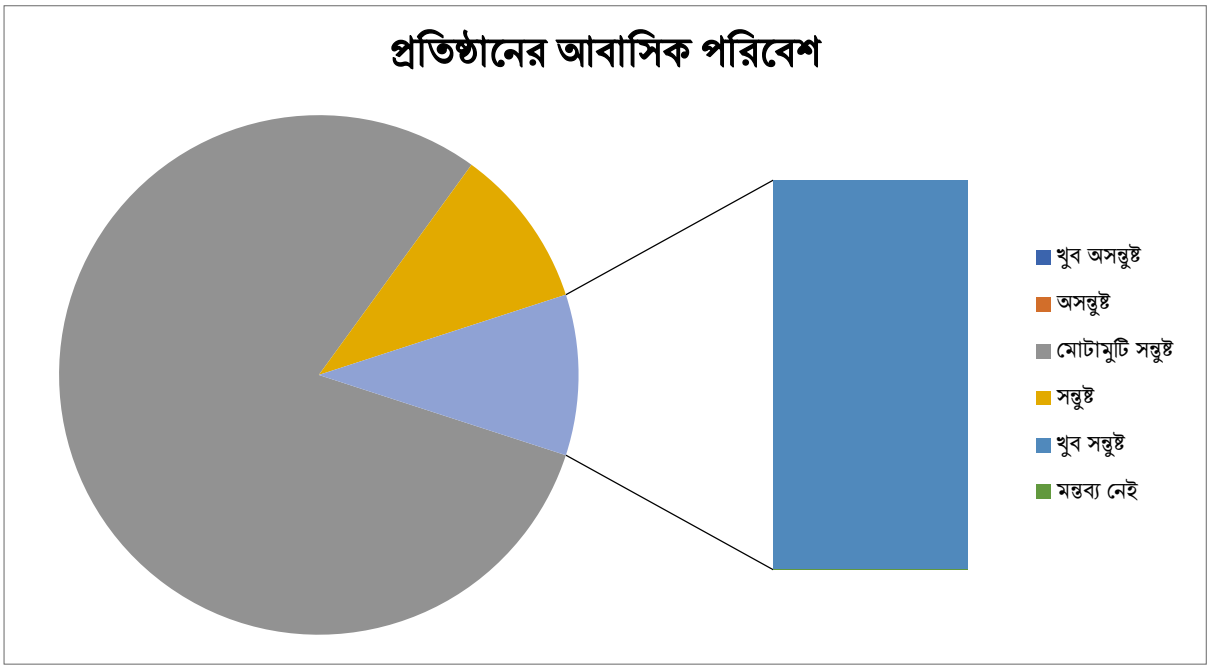

চিত্র ৪.২৫ প্রতিষ্ঠানের আবাসিক পরিবেশ

প্রতিষ্ঠানের থাকার পরিবেশ নিয়ে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী মোটামুটি সন্তুষ্ট; ১০% সন্তুষ্ট এবং ১০% খুব সন্তুষ্ট।

চিত্র ৪.২৬ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের কৌশল

মোবাইল অপারেটর প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের মতে, প্রশিক্ষণের কৌশল নিয়ে শতকরা ৮০ ভাগ সন্তুষ্ট। শতকরা ১০ ভাগ খুব সন্তুষ্ট এবং শতকরা ১০ ভাগের কোন মন্তব্য নেই।

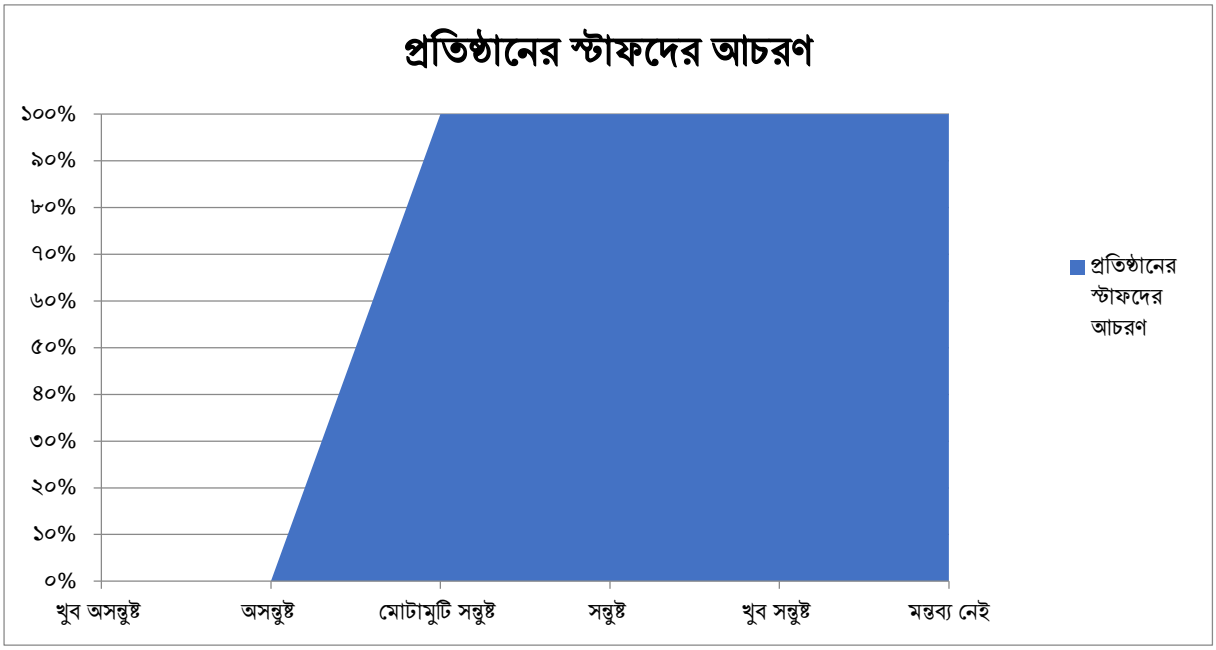

চিত্র ৪.২৭ প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ

প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ নিয়ে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট। ১০% খুব সন্তুষ্ট, ৩০% মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং ২০ শতাংশের কোন মন্তব্য নেই।

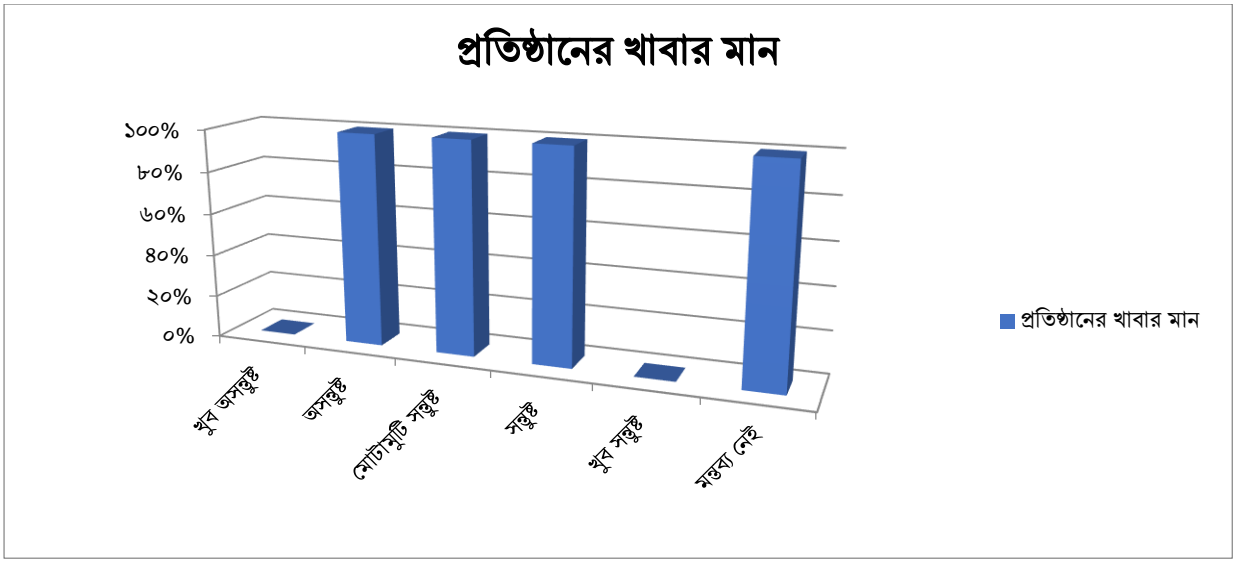

চিত্র ৪.২৮ প্রতিষ্ঠানের খাবারের মান

শতকরা ৩৬ ভাগ শিক্ষার্থী খাবারের মান নিয়ে অসন্তুষ্ট; ১৮% মোটামুটি সন্তুষ্ট; ৯% সন্তুষ্ট এবং শতকরা ৩৬ ভাগের কোন মতামত নেই।

অধ্যায় ৫

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

৫.১ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ইআরসিপিএইচ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে মোট ৭৩ জনের, যাদের একটি বড় অংশ এখন চাকুরিহীন জীবনযাপন করছেন। ২০১৯ ও ২০২১ সালে আয়োজিত কর্মমেলায় চাকুরি পাওয়া অনেকেই পরবর্তী নানাবিধ কারণে বিশেষত করোনা মহামারির কারণে চাকুরি হারিয়েছেন কিংবা ছেড়ে দিয়েছেন।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইআরসিপিএইচ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২০১৯ সালে কর্মমেলার মাধ্যমে চাকুরি পাওয়া প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাসিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক অন্তত ২.১৯% প্রতিবন্ধী আরো শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য চাকুরি ছেড়ে পড়াশোনা করছেন।

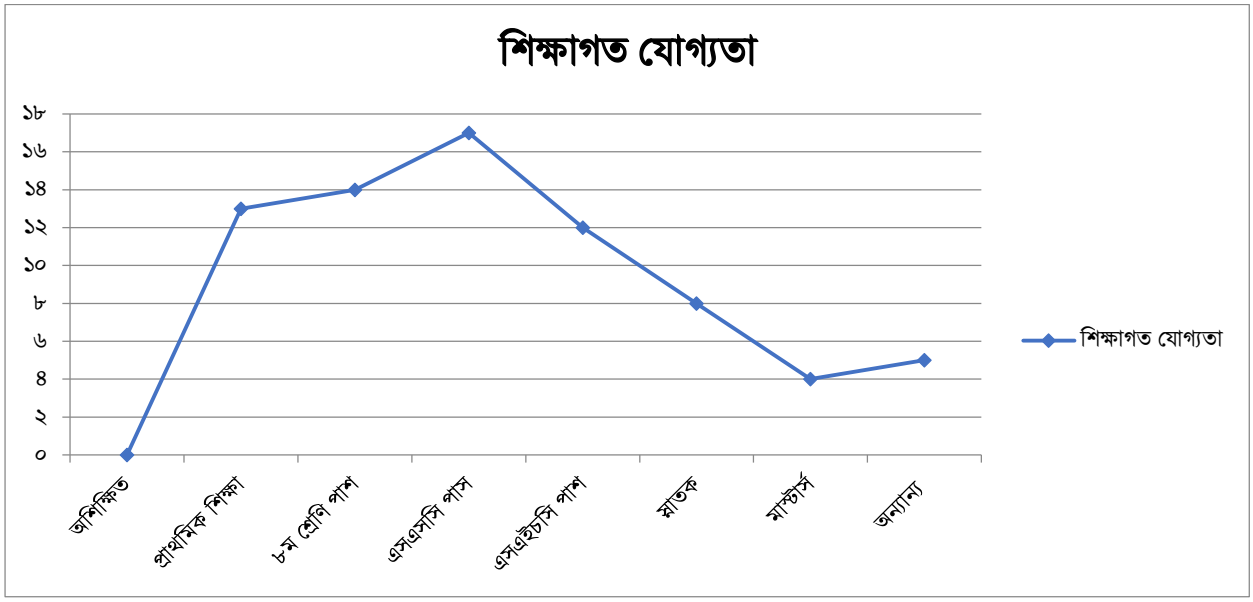

চিত্র ৫.১: শিক্ষাগত যোগ্যতা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই এসএসসি পাশ (২৩%); ১৯% ৮ম শ্রেণি পাশ। এছাড়া ১৬ শতাংশ এইচএসসি পাশ ও ১৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ১১% স্নাতক, ৫% স্নাতকোত্তর এবং ৭% অন্যান্য (ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, মাদ্রাসা)।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি জরিপ প্রতিবেদন ২০২১ অনুযায়ী, ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৩২.৫৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যোগ দেন যার মধ্যে ৫৩.০২% প্রাথমিক শিক্ষা, ৩৭.৪৭% এইচএসসি এবং ৯.৫১% উচ্চশিক্ষায় অংশ নেন।

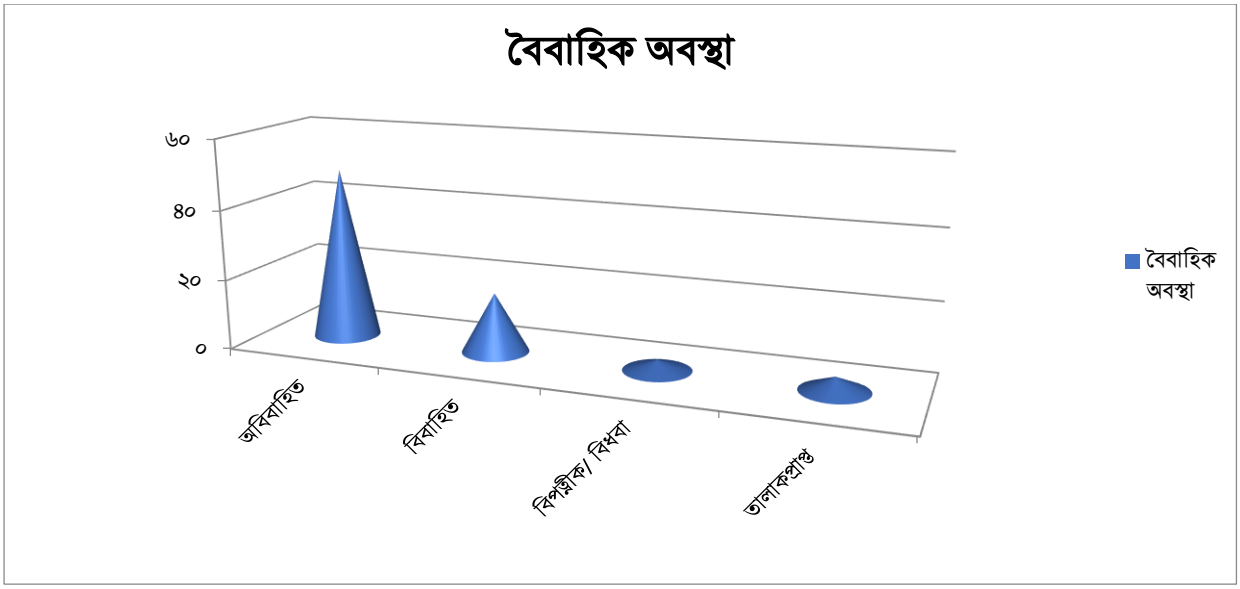

চিত্র ৫.২ বৈবাহিক অবস্থা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই ছিলেন অবিবাহিত- প্রায় ৬৭ শতাংশ। এছাড়া ২৩ শতাংশ বিবাহিত; তালাকপ্রাপ্ত ৫% এবং বিপত্নীক ৪%।

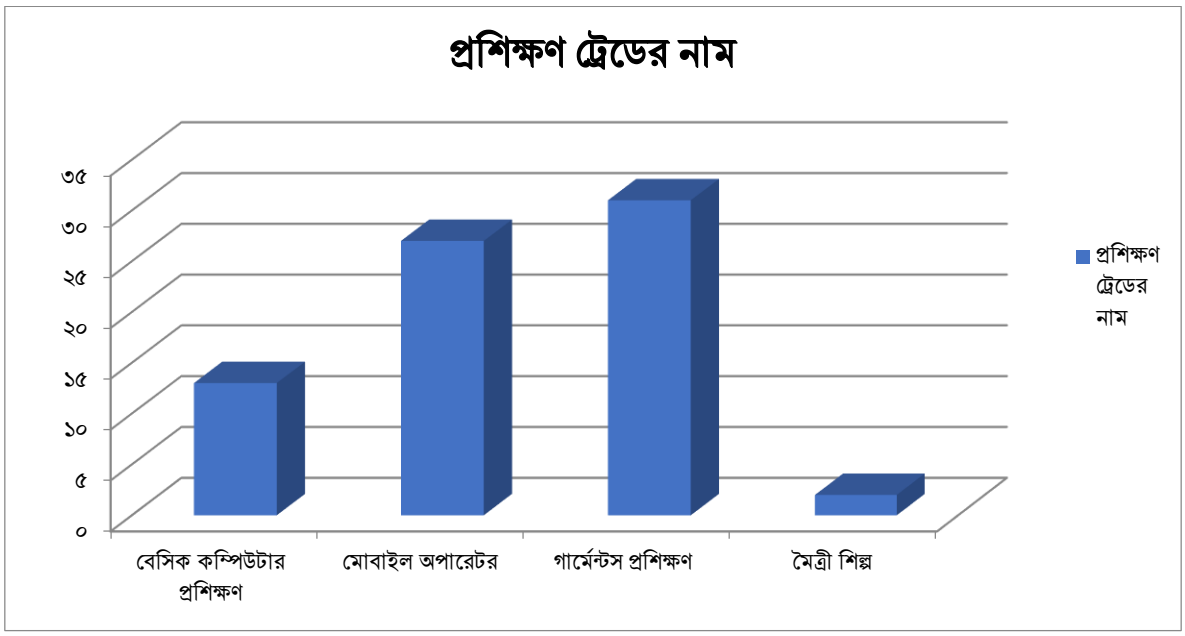

চিত্র ৫.৩ প্রশিক্ষন ট্রেডের নাম

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ ছিলেন মোবাইল অপারেটরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ১৮% ছিলেন বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সর্বাধিক ছিলেন গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত- ৪২ শতাংশ। ৩% ছিলেন মৈত্রী শিল্পের।

২০১৯-২০২২ সালে ইআরসিপিএইচ থেকে ৪৩৬ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দুস্থদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়। এদের মধ্যে ৮৪.৮৬% দুস্থ-প্রতিবন্ধীই ছিলেন গার্মেন্টস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

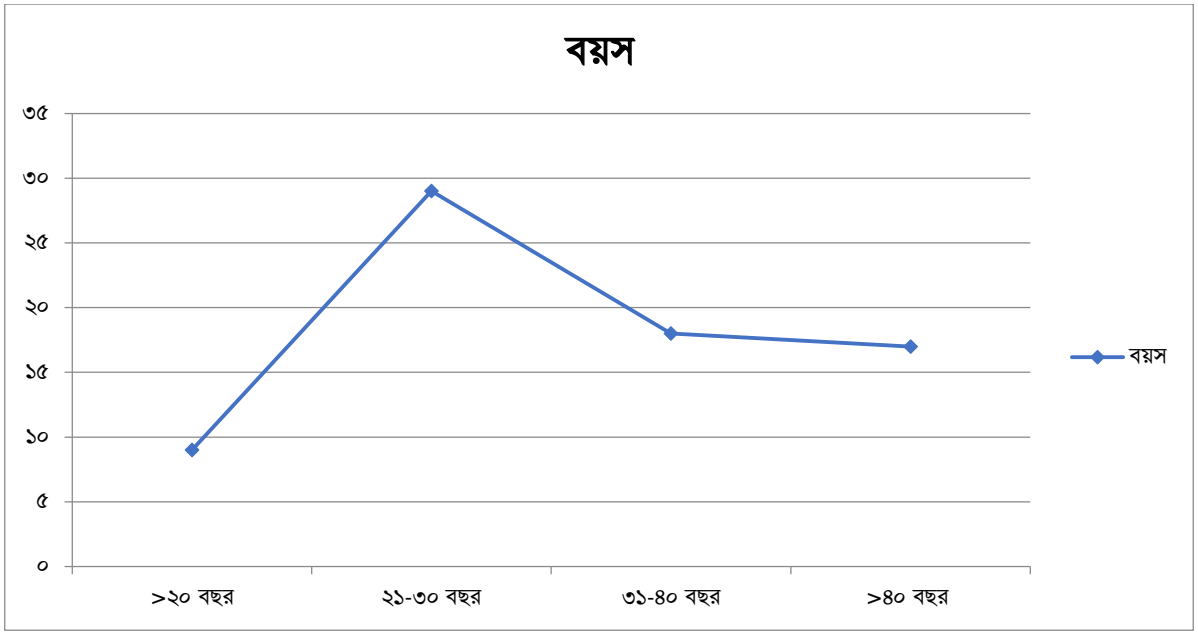

চিত্র ৫.৪ বয়স

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিল ২১-৩০ বছরের মধ্যে- প্রায় ৪০ শতাংশ। ৩১-৪০ বছর বয়সীদের সংখ্যা ছিল- ২৫ শতাংশ; ৪০-উর্ধ্ব ছিল ২৩% এবং ২০ বছরের নিচে ছিল ১২%।

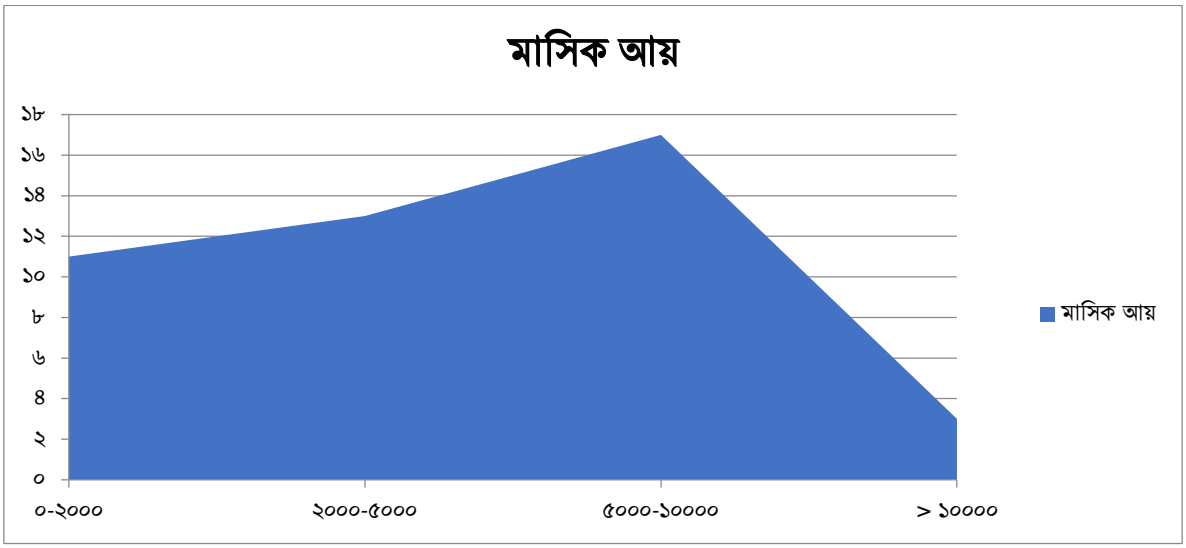

চিত্র ৫.৫ মাসিক আয়

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগেরই বর্তমানে চাকুরিচ্যুত; তাদের পারিবারিক আয়ের হিসেব করলে শতকরা ৩৭% এর আয় মাসে ৫,০০০-১০,০০০ টাকা। ৩০ শতাংশের আয় ২,০০০-৫,০০০ টাকা; ২৬% এর আয় ২,০০০ টাকার মধ্যে। ৮ শতাংশের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার উপরে।

৫.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বর্তমান চাকুরীর অবস্থান

২০১৯-২০২২ এর মধ্যে ইআরসিপিএইচ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পুনর্বাসিতদের মধ্যে নারী প্রশিক্ষার্থীই ছিলেন ৫৪.৫৬ শতাংশ। সমীক্ষার ৭৩ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৪২.৪৬% ছিলেন নারী প্রতিবন্ধী ও দুস্থ যারা সকলেই গার্মেন্টস শিল্পে চাকুরি পেয়েছিলেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরিতে আছেন এখনো। অর্থাৎ, গার্মেন্টস শিল্পেই চাকুরি পাওয়ার ও তা ধরে রাখার সফলতার হার

বেশি- অন্তত সমীক্ষায় ৩১ জনের মধ্যে এই হার ৪৫ শতাংশ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় সকলেই প্রশিক্ষণ চলাকালে তাদের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের কৌশল নিয়ে সন্তুষ্ট। সকলেই এটি সম্পর্কে একমত যে, যে প্রশিক্ষণ তারা গ্রহণ করেছেন, তা প্রতিবন্ধীবান্ধব ছিল।

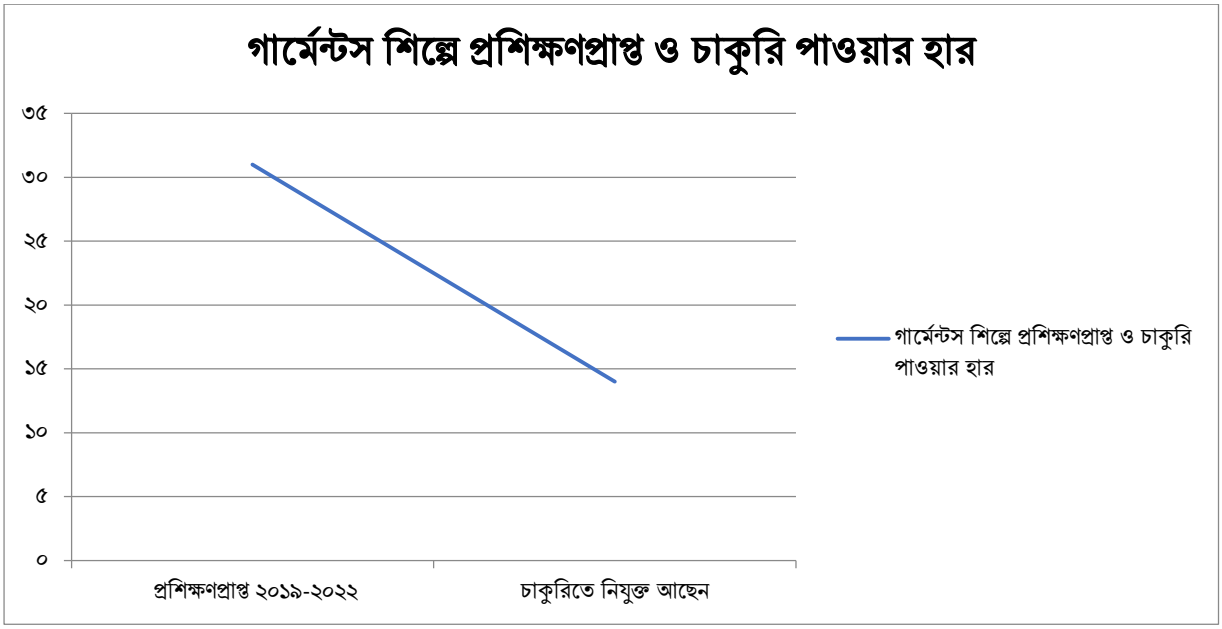

চিত্র ৫.৬ গার্মেন্টস শিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও চাকুরি পাওয়ার হার

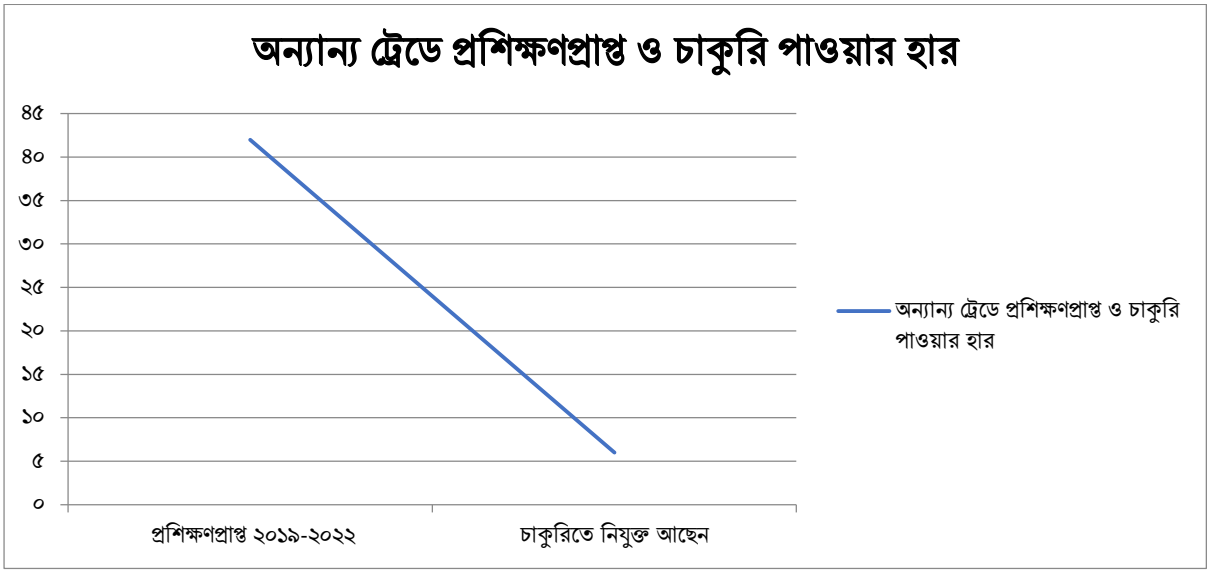

চিত্র ৫.৭ অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও চাকুরি পাওয়ার হার

তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাকি ৪২ জনের মধ্যে কেবলমাত্র ৬ জন বর্তমানে চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন- অর্থাৎ, মাত্র ১৪.২৯%। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েও চাকুরি করার হার এত কম হওয়ার পিছনে তথ্যদাতারা নানবিধ কারণ উল্লেখ করেন যার মধ্যে নতুন প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মস্থল, প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক অবহেলা ইত্যাদি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র ২.১৯% তথ্যদাতা পড়াশোনার খাতিরে চাকুরি ছেড়েছেন।

৫.৩ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি:

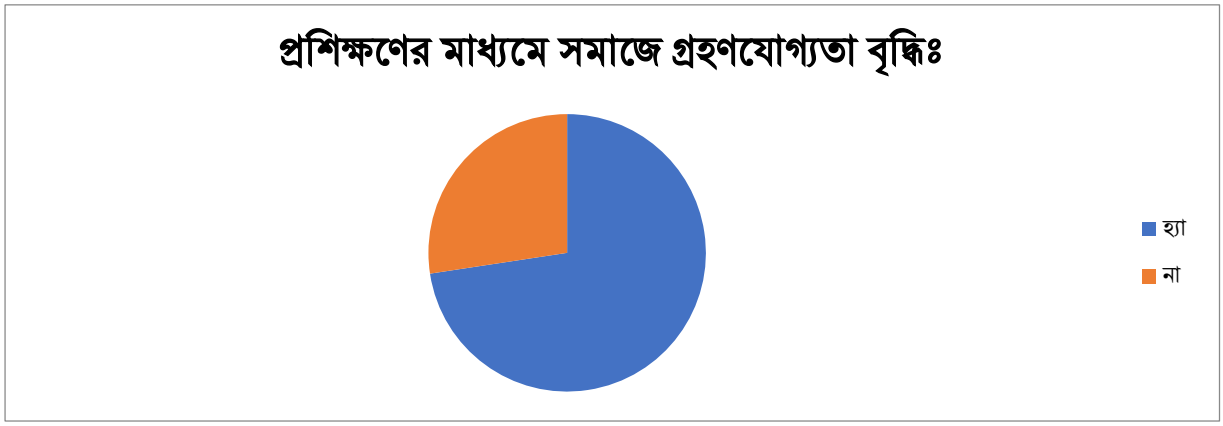

চিত্র ৫.৮ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭৩ জনের মধ্যে ৭৩ শতাংশ মনে করেন যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে; যেখানে ২৭% তার বিপরীত মতামত দিয়েছে।

শুধুমাত্র গার্মেন্টস শিল্পে প্রতিবন্ধী ও দুস্থ মানুষেরা যারা ইআরসিপিএইচ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাদের চাকুরিতে টিকে থাকার হার তুলনামূলক বেশী। কিন্তু, অন্যান্য শিল্পে/ট্রেডে এই হার অত্যন্ত কম। এই ফলাফল পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের আরোও আধুনিক ট্রেডে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। গার্মেন্টস শিল্প এখন খুবই জনপ্রিয় ও সমসাময়িক শিল্প হওয়ায় এক্ষেত্রে চাকুরির হার ও সুযোগ বেশি। অন্যদিকে বেসিক কম্পিউটার কিংবা মোবাইল অপারেটরের চাকুরিগুলোতে আরো অনেক আধুনিকায়নের প্রয়োজন রয়েছে যেন তা প্রতিবন্ধীবান্ধবও হয় এবং তা যেন প্রতিবন্ধীদেরকে মূলধারার অর্থনীতিতে সংযুক্ত করতে পারে।

৫.৪ অন্যান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা:

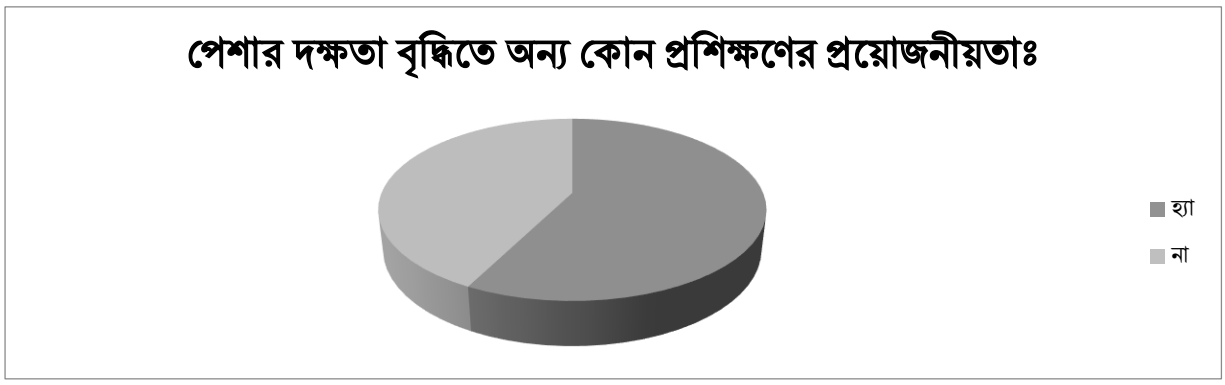

চিত্র ৫.৯ পেশার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পেশার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা, তা জানতে চাইলে ৫৭% মানুষ হ্যাঁবোধক উত্তর প্রদান করেন। তারা মনে করেন ইআরসিপিএইচ এ চলমান ট্রেডগুলো যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে; যেমনঃ মাশরুম চাষ, কুটির শিল্প ইত্যাদি। এছাড়াও যারা কম্পিউটার ট্রেনিং শেষ করেছেন, তারা আরো অগ্রসর প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়েছেন যেন তারা এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মোকাবিলা করবার জন্য নিজেদেরকে যথেষ্ট উপযোগি করে তুলতে পারেন।

বেশিরভাগই প্রশিক্ষণের পরে তাদের ব্যক্তিগত পেশায় উন্নতি লক্ষ্য করেছেন কিন্তু প্রায় সকলেই ইআরসিপিএইচ এর কার্যক্রমে মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকেই এই মতামত প্রকাশ করেছেন যে এই প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা সম্পর্কে তারা সচেতন নন এবং এই ধরণের সুবিধাগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জনগণকে আরো অবহিত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন দিবসগুলোতে ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে প্রতিবান্ধব বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ ও সচেতনতামূলক প্রচারণা সর্বস্তরে আরো ব্যপক চালানো উচিত।

অধ্যায় ৬

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উপর প্রশিক্ষণের প্রভাব ও ইআরসিপিএইচ এর ভূমিকা

দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিই মনে করেন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়ারল্যান্ডে Watson and Nolan (২০১১) পরিচালিত একটি গবেষণার তথ্যমতে প্রতিবন্ধীবান্ধব নমনীয় কর্ম পরিবেশ,মজুরিতে ভর্তুকি এবং উপযোগী দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অপর এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে প্রতিবন্ধীরা কর্মজীবনে সাফল্য অন্যদের তুলনায় কম উপভোগ করেন এবং এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবন্ধীদের স্বল্প দক্ষতা ও সমান সুযোগের অভাব (Ebrahim et all,২০২২)।

এ সমস্যাটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও প্রকট। এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিবন্ধীরা জানান, প্রয়োজনীয় আধুনিক দক্ষতার অভাব তাঁদের রয়েছে, এবং যতোটুকু দক্ষতা তাঁদের রয়েছে সেটা ব্যবহার করার সুযোগ তারা সবসময় পান না। সেজন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে তাঁদের অন্যতম চাওয়া আধুনিক ও যুগোপযুগী প্রশীক্ষণ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ ভূমিকার ব্যাপারে প্রায় সকল প্রতিবন্ধীই মনে করেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানো উচিত এবং একইসাথে যতটুকু সম্ভব চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামাঞ্জ্যপূর্ণ যুগপযুগী প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।

৬.১ প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ তৈরি

ইআরসিপিএইচ এর জন্মলগ্ন থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তারা ৩২১৩ জনকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসিত করেছে। এর মধ্যে ২০১৯ এ ২০২১ সালে আয়োজিত কর্মমেলার মাধ্যমে একটি বিশাল অংকের প্রতিবন্ধী ও দুস্থ জনগোষ্ঠীকে চাকুরির সুযোগ করে দিয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথের মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা এবং তারা যেন সমাজ ও পরিবারে কাছে নিজেদেরকে বোঝা মনে না করে এমনভাবে তাদের আত্মবিশ্বাসকে রূপদান করা।

এই উদ্দেশ্য দিয়ে বিচার করলে অনেকাংশেই ইআরসিপিএইচ সফল। সমাজের একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদেরকে নিয়ে তারা কাজ করছে এবং সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তারা প্রতিবন্ধীদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তত গত ৩ অর্থবছরের হিসেবে তাদের থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ও দুস্থ জনগণ গার্মেন্টস, মৈত্রি শিল্প, মোবাইল অপারেটর ও বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং থেকে দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছেন।

ইআরসিপিএইচে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পাওয়া তথ্যমতে, অন্তত ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড নিয়ে সন্তুষ্ট (অধ্যায় ৪; লেখচিত্র-৪.২১)। সকলেই আশা রাখেন যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ দ্বারা তারা তাদের প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পারবেন। এই আশা-জাগানিয়া মনোভাব সৃষ্টি অবশ্যই ইআরসিপিএইচ এর একটি সফলতার মানদন্ড।

৬.২ চাকুরিপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা

প্রতিবেদনের তথ্যের সম-সাময়িকতা বজায় রাখতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২০১৫-২০২২ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তথ্যগুলোকেই নেয়া হয়েছে। সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯-২০২২ সালে পুনর্বাসিত ৪৩৬ জনের সকলকেই কর্মমেলার মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হয়, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী প্রতিবন্ধী-দুস্থ (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)-প্রায় ৫৪.৫৬ শতাংশ।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও চাকুরি পাওয়ার হারই সবচেয়ে বেশি (অধ্যায়-৫; লেখচিত্র-)। বাংলাদেশ কয়দিন আগ পর্যন্তও শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর দেশ ছিল এখন যা অনেকখানিই প্রস্তুত-পোষাক শিল্পের ওপরে নির্ভরশীল। এই কারণে এই শিল্পে প্রচুর চাকুরির সুযোগ বর্তমান এবং নারীদের এই শিল্পে অগ্রাধিকার থাকায় প্রচুর নারী প্রতিবন্ধী-দুস্থ এই খাতে চাকরি পেয়েছেন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচ তাদের ট্রেডের সম-সাময়িকতা ধরে রাখতে পেরেছেন।

অন্যান্য ট্রেড (মোবাইল অপারেটর, বেসিক কম্পিউটার ইত্যাদি) এই একদিক থেকে পিছিয়ে। যদিও কম্পিউটার ট্রেনিং প্রশিক্ষণরতদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পছন্দের ট্রেড (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)- প্রায় _ শতাংশ শিক্ষার্থীদের মতে। কিন্তু, চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ট্রেডের শিক্ষার্থীদের হার তুলনামূলক বেশ কম। অনেকের মতেই, আরো আধুনিক ট্রেনিং এর প্রয়োজন এই ট্রেডে বিদ্যমান এবং অ্যাডোব ফটোশপ, গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, বিভিন্ন জায়গার অনলাইন আবেদন পূরণ ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ হওয়া দরকার। এতে করে তারা তাদের চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।

একই কথা মোবাইল অপারেটরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদেরকে কেবলমাত্র পুরোন প্রযুক্তির ফোনগুলো দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই এখন স্মার্টফোন চলে এসেছে। এই দক্ষতা না থাকার কারণে তাদের চাকুরি থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি।

মৈত্রি শিল্প এক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সালে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মৈত্রি শিল্পকে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইআরসিপিএইচ এ বর্তমানে মৈত্রি শিল্পের প্রশিক্ষণ বন্ধ এবং পরিপূর্ণ অর্থ সহায়তা ও পরিকল্পনার সাথে এটিকে আবার চালু করা উচিত।

৬.৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচ এর ভূমিকা

যেকোন প্রশিক্ষণ সফল হওয়ার একটি মূল ধাপ হলো প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উন্নতি তদারকি করা। এই তদারকির ফলে যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বৃদ্ধিকে পরিমাপ করা যায়, ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণ কৌশলকেও উন্নত করা সম্ভব হয়।

এইদিক থেকে ইআরসিপিএইচ এর কোন প্রশিক্ষণ পরবর্তী কোন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া বর্তমানে চালু নেই। যতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গত ৩ বছরে বের হয়েছেন, তাদের সকলের তথ্যও প্রতিষ্ঠানের নিকট নেই। এর একটি বড় কারণ, মূলত সারাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ও দুস্থরা এখানে ট্রেনিং করতে আসে এবং এদের কারোরই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ভালো নয়। যে কারণে এরা অনেকটাই ভাসমান জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনাযোগ্য এবং এই কারণে এদেরকে তদারকির মধ্যে রাখাটা ইআরসিপিএইচ এর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তি সংগঠনগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানে যেহেতু পুরুষদের আবাসিক থাকার সুব্যবস্থা বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তারা এই সকল প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নতি প্রশিক্ষণ চলাকালীন তদারক করতে পারেন। এই তদারকি তাদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্টই কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৬.৪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধীরা ১০০ ভাগই মনে করেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে তারা তাদের অবস্থান গড়ে নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা কিছুটা পরিবর্তনশীল। শতকরা ৭৩ শতাংশ মনে করে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশিক্ষণের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ২৭ শতাংশ মনে করে পায়নি।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির বিষয়টি যতখানি প্রতিবন্ধীদের সাথে জড়িত, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ প্রতিবন্ধীদেরকে কিভাবে গ্রহণ করছে তার ওপরে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও আমাদের মতই মানুষ এবং তাদের সীমাবদ্ধতা এটা প্রকাশ করে না যে তারা সমাজের ওপরে বোঝা। বরং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের মেধার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচ তাদের কর্মকান্ডগুলোর ব্যাপক প্ররোচনা চালাতে পারেন। বিভিন্ন সভা ও জনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমেই কেবল প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন ও মানবিক করে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন গার্মেন্টস মালিক পক্ষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ও অন্যান্য চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকুরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা উচিত ও তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা উচিত।

৬.৫ প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন

এই সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য মোতাবেক সর্বোপরি প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ইআরসিপিএইচ এ বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী অনিক মিয়া এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক,

"এই প্রশিক্ষণের অনেক নাম শুনেছিলাম এবং বিনা বেতনে সরকারি সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ শেষ করে বর্তমানে ইআরসিপিএইচ এই চাকুরি পেয়েছি। এখন আমার নিজস্ব একটি আয় আছে এবং পরিবারে আমি কিছু অর্থ সাহায্য প্রদান করতে পারি। নিজেকে এখন আর বোঝা মনে হয়না। ইআরসিপিএইচ থেকে যদি কম্পিউটারের আরো প্রশিক্ষণ চালু করা হয়, আমি আবারো করতে ইচ্ছুক"।

গার্মেন্টস প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী মোসেমা খাতুনের কথায়,

"আমার স্বামী আমাদের পরিবার ছেড়ে চলে গেছে। এই অবস্থায় নিজের পরিবারের মুখে খাওয়া তুলে দিতে গিয়ে অনেক কষ্ট করেছি। এই প্রতিষ্ঠানে এসে প্রশিক্ষণ শেষে এখন চাকুরি পাওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ।"

অধ্যায় ০৭

ইআরসিপিএইচের প্রতিবন্ধকতা সমূহ

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইআরসিপিএইচ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে মূলত তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মকান্ড চালু রাখার ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় এবং কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বিস্তৃত করা সম্ভব, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক ইআরসিপিএইচ এরর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হলো।

৭.১ অপ্রতুল বিনিয়োগ

ইআরসিপিএইচ এর জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বর্তমান পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা যেটাকে চিহ্নিত করেছেন তা হলো অপ্রতুল বরাদ্দ। বর্তমানে চলমান তিনটি ট্রেডের দুইটিই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এনজিওর অর্থায়নে চলমান আছে এবং এর কার্যক্রম নিতান্তই সীমিত।

একজন কর্মকর্তা জানান, সক্ষমতা অনুযায়ী ইআরসিপিএইচের কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না অর্থের সংকটে। কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিতরণ কার্যক্রম চলে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টের সহায়তায়। ইআরসিপিএইচের জন্য সরকারী নির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ নেই। এখন পর্যন্ত সকল কার্যক্রমই চলে বিভিন্ন দাতা সংস্থা অথবা এনজিওর অর্থায়নে।

বিভিন্ন এনজিও এর সাথে সহায়তায় ট্রেডগুলো চালু রাখা হয়েছে এবং এইসকল ট্রেডের প্রশিক্ষকগণও এনজিও থেকে নিযুক্ত করা হয়। অনেক ট্রেডই বন্ধ আছে কারণ পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য নেই বিধায় প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো ক্রয় করা সম্ভব নয়। বর্তমান ট্রেনারদেরও প্রতিবন্ধীবান্ধব হওয়ার জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যার জন্য অর্থ সাহায্য দরকার।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেও এই তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায়। সকল কর্মকর্তাই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সরকারী বরাদ্দের দাবি জানান।

৭.২ দক্ষ কর্মীর অভাব

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রতিবন্ধী-বান্ধব দক্ষ জনবলের সংকট অত্যন্ত প্রকট। বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সকল প্রশিক্ষকগণই বিভিন্ন এনজিও থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত। কর্মচারী যারা আছেন, তারা কেউই প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়; তারা অনেকদিন ধরে যেহেতু প্রতিবন্ধীদের সাথে কাজ করছেন, তাই অভিজ্ঞতার খাতিরেই তারা কাজ পারেন। তবে তারাও দাবি করেন যে তাদের আরো উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বিদ্যমান।

দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের অভাবে অনেক ট্রেডেই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। প্রশিক্ষকদের ইশারা ভাষায় দক্ষ হওয়া, কিভাবে তার শিক্ষার্থীদের সাথে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব এইসকল বিষয়গুলোর জন্য ট্রেনারদেরকে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলাটা এখন সময়ের দাবি।

৭.৩ অপ্রতুল আবাসন ব্যবস্থা

অপ্রতুল আবাসন সমস্যাকে একটি প্রবল সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন অনেক প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী ও ইআরসিপিএইচের কর্মকর্তাবৃন্দ। ইআরসিপিএইচ এ শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত বড় কোন সংস্কারের মধ্য দিয়ে যায়নি। ভবনটি যখন প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে হস্তায়ন করে দেয়া হয়, তখন এই ভবন যেভাবে ছিল, এখনো সেভাবেই বিদ্যমান। প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন সুবিধা এখানে যুক্ত করা হয়নি।

মূল ভবনে কোন র‍্যাম্প কিংবা লিফট নেই; নেই প্রতিবন্ধীবান্ধব কোন পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোন রাস্তাও নেই। আবাসিক ভবনগুলোর দিকে ড্রেন-সুবিধা পর্যাপ্ত নয় বিধায় বর্ষার মৌসুমে প্রায়ই পানিবদ্ধতার সমস্যা ও মশার সমস্যা দেখা দেয়।

আবাসিক শিক্ষার্থীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ মাসিক মাত্র তিন হাজার টাকা। যার ফলে খাবারের মান নিয়ে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীরা অসন্তুষ্ট না হলেও মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং কর্মকর্তাগণ যথেষ্টই চেষ্টা করে চলেছে স্বল্প সামর্থ্যে মধ্যেও তাদের খাবার দিয়ে যাওয়ার।

বর্তমানে ইআরসিপিএইচের জন্য নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প গৃহিত হয়েছ যেখানে উল্লিখিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা সকলেরই আশা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমান সমস্যাগুলো কমে আসবে।

৭.৪ আধুনিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ইআরসিপিএইচে বর্তমানে তিনটি ট্রেড চলমান আছেঃ ১। বেসিক কম্পিউটার ২। গার্মেন্টস ও ৩। মোবাইল অপারেটিং। কেবলমাত্র এই তিনটি ট্রেড বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারের জন্য যথেষ্ট নয়।

- বেসিক কম্পিউটারের প্রশিক্ষার্থীগণ আরো আধুনিক কম্পিউটার ট্রেনিং এর কথা বলেছেন। যেমন, ফ্রিলান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডাটা এনালাইসিস, এনিমেশন এর মতো ক্ষেত্রগুলো কে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন।
- গার্মেন্টস ট্রেডের সকলে অটোমেটেড মেশিনের সাহায্যে প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।
- মোবাইল অপারেটিং এর শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে তারা স্মার্টফোনের উপর কোন ট্রেনিং পান না।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণরত সকল প্রতিবন্ধীই মতামত প্রকাশ করেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রতিবন্ধী তরুণদের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। প্রযুক্তি তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। প্রযুক্তি প্রতিবন্ধীদের সকলের সাথে সমানভাবে পরিপূর্ণভাবে মেধার বিকাশের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। সকলেই এই বিপ্লবে অংশ নিয়ে নিজেদের এবং দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে ইচ্ছুক। প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ছাড়াও উদ্যোক্তামূলক প্রশিক্ষণের কথা জানিয়েছেন অনেক প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি ।

অধ্যায় ০৮

সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যক্তি সংগঠনগুলোর ভূমিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা শুধু কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যক্তি সংগঠনগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.১ শারীরিক প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর ভূমিকা

প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন নিজস্ব সংগঠন রয়েছে, যারা প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে। শহর ভিত্তিক এসব সংগঠনগুলো প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কাজ করে থাকে।

এছাড়াও প্রতিবন্ধী অলিম্পিয়াড, হুইলচেয়ার ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন, পক্ষাঘাতগ্রস্থ পূর্নবাসন কেন্দ্র, সুচনা ফাউন্ডেশন অন্যতম সংগঠন, যারা প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল সংগঠন গুলো মূলত শহরভিত্তিক। গ্রাম অঞ্চলে তাঁদের কার্যক্রম থাকলেও পরিধি সংক্ষিপ্ত । শহর অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের অনেকেই বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত। তবে গ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী প্রতিবন্ধীগণ বেশীরভাগই কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের এসব সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন ধারণা নাই।

‘প্রতিবন্ধী সংগঠনের মিডিয়া সম্পাদক বলেন, সমিতির মাধ্যমে আমরা নিজস্ব সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করি। তার সাথে নানারকম আয়মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করি, তবে সেগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে।’

শক্তিশালী প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো বিশ্বের প্রতিবন্ধীদের অধিকার সমুন্নত রাখায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশের সংগঠনগুলো শক্তিশালী, তবে অশিকাংশের কার্যক্রম শহর ভিত্তিক। গ্রামে বসবাসরত প্রতিবন্ধীদের একটা বিশাল অংশ সংগঠনের সুফল থেকে বঞ্চিত।

৮.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী অধিকাংশ প্রতিবন্ধীদের ধারণা রয়েছে। তবে ৩১ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি জানান তাঁদের সমাজসেবার কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই। যারা অবগত, তারা মূলত প্রতিবন্ধী ভাতার বিষয়ে অবগত। ইআরসিপিএইচের কার্যক্রমের মধ্যে কৃত্তিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদানের বিষয়ে অবগত ছিলেন।

“একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা জানান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূলত দুই ধরনের কার্মকান্ড পরিচালনা করেন ক) দীর্ঘমেয়াদি যা ৫ বছরের অধিক সময় ধরে চলে খ) স্বল্পমেয়াদী যা তিনমাস বা ছয়মাস মেয়াদী কার্যক্রম।“

সমীক্ষায় অংশগ্রহনকারী সকল প্রতিবন্ধী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রতিবন্ধী বান্ধব কার্যক্রম আশা করেন। তবে অধিকাংশ প্রতিবন্ধীই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রশিক্ষণের পরিধি ও গুণগত মান বাড়ানোর দরকার বলে মত প্রকাশ করেছেন। ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী আশা করেন, যুগপোযুগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, তাঁদের দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে। সেজন্য তারা স্থানীয় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জোর দাবি জানান।

সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনবলে রুপান্তর করলে, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রতিবন্ধীরা আমাদের সম্পদ এবং তাঁদের পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব।

৮.৩ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা

এডিডি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডব্লিউডিডিএফ), লাইন এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বারডো), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ), অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন সহ প্রায় সকল এনজিও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এবং এসব সংগঠন প্রতিবন্ধী আইন প্রণয়নেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এনজিওগুলো প্রতিবন্ধীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য, নানা রকম প্রশিক্ষণের আয়োজন ও প্রতিবন্ধী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে নানান

কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন। তবুও বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য এসকল কার্যক্রম অপ্রতুল। এনজিওগুলো অঞ্চল ভিত্তিক নানান কার্যক্রম পরিচালনা করলেও, পরিধি বাড়ানো জরুরি।

৮.৪ স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার বিভিন্ন উপায়ে বাংলাদেশে এই প্রচেষ্টাগুলোকে সহজতর এবং সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং করতে পারে। যেমনঃ
নীতি উন্নয়ন: স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো এমন নীতি এবং নির্দেশিকা তৈরি করতে পারে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং কল্যাণ প্রচার করে। এই নীতিগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার মতো ক্ষেত্রগুলোকে কভার করতে পারে।
সম্পদ বরাদ্দ: তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রোগ্রাম এবং পরিষেবা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট সহ সম্পদ বরাদ্দ করে। এর মধ্যে পুনর্বাসন কেন্দ্র, বিশেষ বিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
অ্যাক্সেসযোগ্যতা: স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে পারে যে পাবলিক স্পেস, পরিবহন এবং অবকাঠামো প্রতিবন্ধীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য। এর মধ্যে রয়েছে র্যাম্প নির্মাণ, অ্যাক্সেসযোগ্য বিশ্রামাগার, এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিশ্চিত করা অক্ষমতা-বান্ধব।
শিক্ষা: তারা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের জন্য স্কুলগুলিকে উৎসাহিত এবং সমর্থন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা দিতে পারে। এর মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: স্থানীয় সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে, তাদের কর্মসংস্থান এবং আয়-উপার্জনের সম্ভাবনা উন্নত করতে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।
স্বাস্থ্যসেবা: তারা স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে কাজ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পুনর্বাসন থেরাপি এবং সহায়ক ডিভাইসের বিধান।
সচেতনতা এবং অ্যাডভোকেসি: স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রচারের জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার আয়োজন করতে পারে।
চাকরির স্থান নির্ধারণ: তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের প্রচারের জন্য স্থানীয় ব্যবসার সাথে সহযোগিতা করতে পারে, প্রণোদনা বা চাকরির নিয়োগ পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

৮.৫ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৭ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এখন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন গণমূখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক, টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্ত প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর এর কার্যক্রম পরচালনা করে।

প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের অন্যতন দায়িত্ব হলো; প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান, ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস পরিচালনা, অটিজম স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। প্রতবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মজীবি প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষদের জন্য হোস্টেল পরিচালনা, এতিম প্রতিবন্ধী শিশু পালন, অটিজম রিসোর্স সেন্টার পরিচালনাসহ ইত্যাদি আরো নানা ধরনের কল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে জাতীয় প্রতিবন্ধী- উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

অধ্যায় ৯

উপসংহার ও সুপারিশমালা

৯.১ উপসংহার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইআরসিপিএইচ এর প্রতিবন্ধীদের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। সীমিত বরাদ্দ ও লোকবল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এতো বছর ধরে প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ইআরসিপিএইচ আরো বড় পরিসরে ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে গবেষকদল মনে করে। সেক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচের কার্যক্রমের পরিধির ব্যাপ্তি বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এর কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

প্রচলিত ট্রেড সমূহের আধুনিকায়নের পাশাপাশি আরো নতুন ট্রেড চালু করা প্রয়োজন এবং ট্রেডগুলো যেনো বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডাটা এনালাইসিস, এনিমেশন, ডিজিটাল মার্কেটিং, প্রোগ্রামিং এর মতো বিষয়গুলোর ওপরে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিলে তা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে প্রতিবন্ধী তরুণদের তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কৌশলকে উন্নত করা অত্যাবশ্যক।

কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদানের কার্যক্রম ও ব্রেইল প্রেসকে সকল প্রতিবন্ধী স্বাগত জানিয়েছেন এবং এর পরিধি যেন বাড়ানো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর জন্য নিজস্ব বিনিয়োগ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্যা দক্ষ জনবল অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরি।

ইআরসিপিএইচ এর কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করতে সরকারি বাজেটে প্রতিবছর ইআরসিপিএইচের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হবে প্রধান কাজ। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করতে হবে। ইআরসিপিএইচের কার্যক্রম নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়ন, এবং সেই অনুযায়ী পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি জোরদার ও কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের বড় একটি অংশ কে দক্ষ কর্মশক্তিতে রুপান্তর করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ প্রতিবন্ধীবান্ধব জনবল।

৯.২ সুপারিশমালা

বাংলাদেশের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের জন্য সকলের সমন্বয়ে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ইআরসিপিএইচের আধুনিকায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রতিবন্ধিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকালে বর্তমান গবেষণালব্ধ কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হলোঃ

- সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন।পরিধি বাড়ানোর প্রধান শর্ত ইআরসিপিএইচের জন্য সরকারী বরাদ্দ প্রদান। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে ইআরসিপিএইচের কার্যক্রম পরিচালনা।
- অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে। অভিক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ অত্যাবশ্যক। বর্তমান প্রশিক্ষক ও ভবিষ্যত প্রশিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ জরুরি।
- বর্তমান প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল, সাথে শ্রম বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাও পরিবর্তিত হচ্ছে। সময় উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করতে পারে। ফ্রিলান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, ওয়েব ডিজাইনিং, ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো বিষয়গুলো প্রতিবন্ধীরা প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করেছেন। এছাড়াও বিকল্প জীবিকা অন্বেষণের বিষয়গুলোর ওপরেও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যেমনঃ মাশরুম চাষ।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী চাকুরীর সুযোগ অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানোর জন্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে চাকুরীর ব্যবস্থাকে বজায় রাখা।
- উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থান নিজেই তৈরি করতে পারেন। প্রতিবন্ধীদের বড় একটা অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত। সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করার জন্য অনেক প্রতিবন্ধীই সুপারিশ করেছেন। এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান দেয়ার জন্য সল্প সুদে প্রতিবন্ধীবান্ধব ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান কার্যক্রম সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টের অর্থে সম্পন্ন হয়। কৃত্তিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যক্রমের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এর ব্যবস্থা করা জরুরী। সরকারি অর্থয়ায়ন এই কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নও একটি ভালো পন্থা হতে পারে।
- ইআরসিপিএইচে যোগ দেওয়া কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা প্রতিবন্ধীবান্ধব আচরণ আয়ত্ব করতে পারেন।
- আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও খাবারের মান বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

চিত্রমালা

তথ্যসূত্র

১. BBS. (২০১৯). *Comparative Matrix of Household Income and Expenditure Survey (HIES)*. Retrieved from https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/৫৬৯৫ab৮৫_১৪০৩_৪৮৩a_afb৪_২৬dfd৭৬৭df১৮/Comparative%২০Matrix%২০HIES_fnl.pdf.

২. Buettgen, A. G. (২০১৫). Employment, poverty, disability and gender: A rights approach for women with disabilities in India, Nepal and Bangladesh. . *Springer International Publishing.*, ৩-১৮.

৩. Chowdhury, J. &. (২০০৬). Economics of disability: An empirical study of disability and employment in the Bangladesh district of Chuadanga. . *Disability Studies*, ২৬(৪).

৪. Das, A. S. (২০২১). Co-exploring the effects of COVID-১৯ pandemic on the livelihood of persons with disabilities in Bangladesh. *Disability Studies Quarterly*, ৪১(৩).

৫. *Disability Information System.* (২০২৩). Retrieved from https://www.dis.gov.bd/

৬. Gupta, S. d. (২০২১). Dimensions of invisibility: insights into the daily realities of persons with disabilities living in rural communities in India. *Disability & Society*, ৬(৮), ১২৮৫-১৩০৭.

৭. Jiban Karki, S. R. (২০২৩). Access to assistive technology for persons with disabilities: a critical review from Nepal,India,BAngladesh. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology,*, ৮-১৬.

৮. Mactaggart, I. B. (২০১৮). Livelihood opportunities amongst adults with and without disabilities in Cameroon and India: A case control study. PloS one. ১৩(৪),.

৯. NEC. (২০২০). *PERSPECTIVE PLAN ২০২১-২০৪১*. Retrieved from Ministry of planning : https://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/১০৫০৯d১f_aa০৫_৪f৯৩_৯২১৫_f৮১fcd২৩৩১৬৭/২০২০-০৮-৩১-১৬-০৮-৮f১৬৫০eb১২f৯c২৭৩৪৬৬৫৮৩c১৬৫a৩১৫a৪.pdf

১০. Nuri, M. R. (২০১২). Impact assessment of a vocational training program for persons with disabilities in Bangladesh. *Disability, CBR & Inclusive Development*, ২৩(৩), ৭৬-৮৯.

১১. Ramachandra, S. S. (২০১৭). Factors influencing employment and employability for persons with disability: Insights from a City in South India. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine,*, ২১(১), ৩৬.

১২. Rashid, M. H. (২০২০). Prospects of digital financial services in Bangladesh in the context of fourth industrial revolution. *Asian Journal of Social Science,* , ২(৫), ৮৮-৯৫.

১৩. Seeley, J. (২০২১). Recognising diversity: Disability and rural livelihoods approaches in India. *Overseas Development Institute.*
১৪. Shenoy, M. (২০১১). Persons with disability and the India labour market: Challenges and opportunities. *ILO*, ১৩(১).
১৫. UN. (২০১৬). *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD).* Retrieved from United Nation : https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd
১৬. United Nation . (২০০৬). *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD).* United Nation.
১৭. unt, X. S. (২০২২). Effectiveness of interventions for improving livelihood outcomes for people with disabilities in low-and middle-income countries: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, ১৮(৩).
১৮. WHO. (২০১১). *Disabilities and Rehabilitation*. Retrieved from World health organization: https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/programmes/disabilities-and-rehabilitation
১৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩

পরিশিষ্টসমূহঃ

পরিশিষ্ট ১ গবেষণার প্রশ্নমালা

নমুনা নম্বর

বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ভূমিকাঃ ইআরসিপিএইচ

এই গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিচালিত। সংগৃহীত তথ্যাদি শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে সম্মানিত উত্তরদাতাদের মূল্যবান সময় ও তথ্য দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে।

FGD

ক্রম		
১.	দলের নাম/ধরণ	
২.	প্রশিক্ষণ বিষয়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন	
	ইতিবাচক	
	নেতিবাচক	
৩.	প্রশিক্ষণ প্রদানে ইআরসিপিএইচ কে মূল্যায়ণ করুন	
	প্রতিষ্ঠানের সবল দিক	
	প্রতিষ্ঠানের দুর্বল দিক	
৪.	প্রশিক্ষণ পরবর্তী জীবনে এই প্রশিক্ষণ কোন ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন কি?	
	ক) হ্যাঁ খ) না	
	উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন	
	উত্তর না হলে কেন ভূমিকা রাখবে না উল্লেখ করুন	
৫.	প্রশিক্ষণের পূর্বে আপনি কী করতেন?	

নমুনা নম্বর

বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ভূমিকাঃ ইআরসিপিএইচ

এই গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিচালিত। সংগৃহীত তথ্যাদি শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে সম্মানিত উত্তরদাতাদের মূল্যবান সময় ও তথ্য দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে।

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)

ক্রম		
১.	পদবী ও কর্মস্থল:	
২.	কতদিন যাবত কর্মরত আছেন?	
৩.	সাক্ষাৎকারদাতার লিঙ্গ	
৪.	প্রতিবন্ধীদের কোন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন?	
৫.	প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করুন	
৬.	প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন ধরণের কৃত্তিম অঙ্গ প্রদান করা হয়/উৎপাদন করা হয়	
৭.	কৃত্তিম অঙ্গ প্রদান করা /উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা?	
	ক) হ্যাঁ খ) না	
	যদি হ্যাঁ হয়, তবে বিস্তারিত বলুন	
৮.	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের মানদন্ড আছে কিনা?	
	ক) হ্যাঁ খ) না	
	যদি থাকে, তবে যথেষ্ঠ কিনা? কোন পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা?	
৯.	প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নে কোন চ্যালেঞ্জ আছে কি?	
	ক) হ্যাঁ খ) না	
	যদি হ্যাঁ হয়, তবে বিস্তারিত বলুন	
১০.	প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ও কৃত্তিম অঙ্গ তৈরিতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা মূল্যায়ন করুন	
১১.	প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ও কৃত্তিম অঙ্গ তৈরিতে সমাজসেবা অধিদপ্তর/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, এনজিও নতুন কোন ভূমিকা রাখতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন	
১২.	প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধা পর্যাপ্ত কিনা?	
	ক) হ্যাঁ খ) না	

	যদি না হয়, তবে চাহিদা উল্লেখ করুন	
১৩.	প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে কতটা সহায়ক বলে আপনি মনে করেন:	
১৪.	কৃত্তিম অঙ্গ তৈরিতে নতুন কোন ধরণ সংযোজন প্রয়োজন রয়েছে কিনা?	
১৫.	চতুর্থ শিল্প বিল্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইআরসিপিএইচ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	
১৬.	সার্বিক মন্তব্য (যদি থাকে):	

নমুনা নম্বর

বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ভূমিকাঃ ইআরসিপিএইচ

এই গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিচালিত। সংগৃহীত তথ্যাদি শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে সম্মানিত উত্তরদাতাদের মূল্যবান সময় ও তথ্য দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে।

তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

১.	সাক্ষাতকারদাতার বয়স	
২.	লিঙ্গ	
৩.	প্রতিবন্ধকতার ধরণ	
৪.	নিজ জেলা	
৫.	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	ক) পুরুষ ..... খ) মহিলা..... গ) হিজড়া..... ঘ) মোট.....
৬.	পরিবারের কোন সদস্যদের প্রতিবন্ধিতা আছে কিনা?	ক) হ্যাঁ খ) না
	উত্তর হ্যাঁ হলে সম্পর্ক উল্লেখ করুন	
৭.	বৈবাহিক অবস্থা	ক) বিবাহিত খ) অবিবাহিত গ) বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত ঘ) অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন.....
৮.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ক) নিরক্ষর খ) প্রাথমিক গ) মাধ্যমিক ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ঙ) উচ্চতর চ) অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন.....
৯.	মাসিক আয়	
১০.	পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির সংখ্যা	
১১.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা	ক) হ্যাঁ খ) না
	উত্তর হ্যাঁ হলে	
	প্রশিক্ষণের ট্রেড	
	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির তারিখ	
১২.	প্রশিক্ষণের পূর্বের পেশা	
১৩.	প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়ে থাকলে বর্তমানে কোন পেশায় নিয়োজিত আছেন	ক) চাকুরি খ) ব্যবসা গ) বেকার ঘ) অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন:
১৪.	প্রশিক্ষণ শেষ করার পরে আপনার ব্যক্তিগত পেশায় কোন উন্নতি লক্ষ্য করছেন কি?	ক) হ্যাঁ খ) না
	উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন	
১৫.	কোন ট্রেড কে আপনি বেশি পছন্দ করবেন?	ক) ইলেকট্রনিক্স খ) প্লম্বিং

		গ) বাশঁ-বেত গ) কাঠ মিস্ত্রি ঘ) বেসিক কম্পিউটার ঙ) চ) অন্য কোন ট্রেড:
১৬.	ইআরসিপিএইচ এর কার্যক্রমে আপনি সন্তুষ্টু? (১-৫ স্কেলে নির্ধারণ করুন)।	বেশ সন্তুষ্ট ☐ সন্তুষ্ট ☐ মোটামুটি ☐ সন্তুষ্ট ☐ না অসন্তুষ্ট ☐
১৭.	ইআরসিপিএইচ এর জন্য করণীয় কি হতে পারে	
১৮.	ট্রেড প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানে আপনি সন্তুষ্ট কিনা (১-৫ স্কেলে নির্ধারণ করুন)।	বেশ সন্তুষ্ট ☐ সন্তুষ্ট ☐ মোটামুটি ☐ সন্তুষ্ট ☐ না অসন্তুষ্ট ☐
১৯.	প্রশিক্ষণের ধরণ প্রতিবন্ধীবান্ধব কিনা	ক) হ্যাঁ খ) না
২০.	এখন যে পেশায় নিয়োজিত আছেন, তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে আর কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেন? উল্লেখ করুন	
২১.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে?	ক) হ্যাঁ খ) না
২২.	যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু আছে, তা কি যথেষ্ট বলে মনে করেন? নতুন ট্রেডের নাম প্রস্তাব করুন	
২৩.	প্রশিক্ষণ শেষে স্বাবলম্বী হতে আপনাকে কোন অর্থ বা সাহায়তা প্রদান করা হয়েছে কি? (নির্দিষ্ট করুন) উত্তর হ্যাঁ হলে নির্দিষ্ট করুন	
	প্রাপ্ত সহায়তা পর্যাপ্ত কিনা?	
২৪.	অন্য কোন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি?	ক) হ্যাঁ খ) না উত্তর হ্যাঁ হলে নির্দিষ্ট করুন:.....
২৫.	প্রশিক্ষণসহ সার্বিক বিষয়ে আপনার মন্তব্য:	

পরিশিষ্ট ২

সারণী ২.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সারণী ২.২ নমুনার ভৌগলিক রূপরেখা

সারণী ৩.১ প্রশিক্ষন কার্যক্রম

চিত্র ১.১ বাংলাদেশের মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা

চিত্র ২.১ ইআরসিপিএইচ অবস্থান

চিত্র ২.২ টঙ্গী

চিত্র ২.৩ গাজীপুর

চিত্র ২.৪ নির্বাচিত অন্যান্য উপজেলাসমূহঃ

চিত্র ৪.১ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধীতার ধরণ

চিত্র ৪.২ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ৪.৩ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা

চিত্র ৪.৪ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গ

চিত্র ৪.৫ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বয়স

চিত্র ৪.৬ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পরিবারের ধরণ

চিত্র ৪.৭ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের মাসিক আয়

চিত্র ৪.৮ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্বের পেশা

চিত্র ৪.৯ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পছন্দের প্রশিক্ষণ

চিত্র ৪.১০ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের সেন্টারের কার্যক্রমের প্রতি মনোভাব

চিত্র ৪.১১ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ট্রেড প্রশিক্ষকের প্রতি মনোভাব

চিত্র ৪.১২ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোভাব

চিত্রঃ ৪.১৩ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

চিত্র ৪.১৪ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের চলমান প্রশিক্ষণের বাইরে নতুন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

চিত্র ৪.১৫ ইআরসিপিএইচ এ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে সাবলম্বী হতে অর্থের প্রয়োজনীয়তা

চিত্র ৪.১৬ অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

চিত্র ৪.১৭ প্রশিক্ষনের কৌশল

চিত্র ৪.১৮ আবাসন পরিবেশ/থাকার জায়গা

চিত্র ৪.১৯ স্টাফদের আচরণ

চিত্র ৪.২০ খাবারের মান

চিত্র ৪.২১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

চিত্র ৪.২২ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের কৌশল

চিত্র ৪.২৩ প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ

চিত্র ৪.২৪ প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের সার্বিক পরিবেশ

চিত্র ৪.২৫ প্রতিষ্ঠানের আবাসিক পরিবেশ

চিত্র ৪.২৬ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের কৌশল

চিত্র ৪.২৭ প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের আচরণ

চিত্র ৪.২৮ প্রতিষ্ঠানের খাবারের মান

চিত্র ৫.১ শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ৫.২ বৈবাহিক অবস্থা

চিত্র ৫.৩ প্রশিক্ষন ট্রেডের নাম

চিত্র ৫.৪ বয়স

চিত্র ৫.৫ মাসিক আয়

চিত্র ৫.৬ গার্মেন্টস শিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও চাকুরি পাওয়ার হার

চিত্র ৫.৭ অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও চাকুরি পাওয়ার হার

চিত্র ৫.৮ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

চিত্র ৫.৯ পেশার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পরিশিষ্ট ৩

গবেষণা দলের পরিচিতি

টীম লিডার

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির

অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক:

১. মোহাম্মদ ফেরদৌস

প্রভাষক, Postgraduate Programs in Disaster Management (PPDM)

BRAC University

২. হারুনুর রশীদ

সমাজসেবা অফিসার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর

৩. তুনাজ্জিনা রাহিমু

Teacher Assistant, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়